Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Bhadra 20, 1433 Bangla, September 04, 2026, Friday, No. 241, 56th year

H I G H L I G H T S

President has urged Police to perform their duties with honesty, sincerity and professionalism to maintain law and order and effectively combat crimes. [Jago FM: 18]

Prime Minister Tarique Rahman, stressing importance of religious harmony on occasion of Janmashtami, has urged people to remain vigilant against rumours and attempts to provoke communal tensions. [Jago FM: 19]

The government has signed $1 billion loan agreement with Islamic Development Bank for modernisation and expansion of Eastern Refinery Project. [Jago FM: 19]

Commerce Minister has said that more than four hundred garment factories have been closed in the three years from July 2023 to June 2026. [Jago FM: 19]

Home Minister has informed that next Bishwa Ijtema will be held in two phases from January 8–10 and January 15–17 at Tongi Ijtema ground on the banks of Turag River. [BBC: 06]

Expatriates' Welfare & Overseas Employment Minister has said, govt. is working to reopen Malaysia's labour market for Bangladeshi workers and way for sending workers will be paved very soon. [R. Today: 24]

State Minister for Power, Energy and Mineral Resources has said that power and energy situation will improve significantly after September 15. [Jago FM: 18]

ICT has ordered 30 accused, including ousted former Prime Minister Sheikh Hasina to surrender before the court by September 16. [DW: 12]

US-based think tank has reported that Russian monthly military casualties exceeded 40,000 in both July and August 2026. [BBC: 09]

UN has warned that “supersized” El Niño may become intensify in coming months, raising risks of extreme heat, droughts and floods worldwide. [BBC: 27]

Director: 44813046	**Deputy News Controller: 44813048 44813179**	**Assistant News Controller: 44813047 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
ভাদ্র ২০, বাংলা ১৪৩৩, সেপ্টেম্বর ০৪, ২০২৬, শুক্রবার, নং- ২৪১, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ দমনে পুলিশকে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান রাষ্ট্রপতির। [জাগো এফএম: ১৮]

সমাজবিরোধী অপশক্তির বিরুদ্ধে সর্তক থাকতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে গুজব এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা উস্কে দেওয়ার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে জনগণকে সতর্ক থাকার আহ্বান। [জাগো এফএম: ১৯]

রাষ্ট্রীয় তেল শোধনাগার ইস্টার্ন রিফাইনারির আধুনিকায়নে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের সঙ্গে সরকারের একশো কোটি ডলারের চুক্তি সই। [জাগো এফএম: ১৯]

২০২৩ সালের জুলাই থেকে ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত ৩ বছরে চার শতাধিক পোশাক কারখানা বন্ধ হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী। [জাগো এফএম: ১৯]

ঢাকার অদূরে তুরাগ তীরে আগামী বিশ্ব ইজতেমা অনুষ্ঠিত হবে দুই পর্বে --- জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। [বিবিসি: ০৬]

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি কর্মী পাঠানোর পথ শিগগিরই উন্মুক্ত হবে --- সংসদে জানালেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী। [রেডিও টুডে: ২৪]

আগামী ১৫ সেপ্টেম্বরের পর বিদ্যুৎ ও জ্বালানি পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী। [জাগো এফএম: ১৮]

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনাসহ পলাতক ৩০ আসামিকে ১৬ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ট্রাইব্যুনালে আত্মসমর্পণের নির্দেশ। [ডয়চে ভেলে: ১২]

জুলাই ও আগস্টে প্রতি মাসে হতাহত রুশ সেনার সংখ্যা ৪০ হাজার ছাড়িয়েছে: মার্কিন গবেষণা সংস্থা। [বিবিসি: ০৯]

জাতিসংঘ সতর্ক করেছে, আগামী মাসগুলোতে “অতিমাত্রার” এল নিনো আরও তীব্র হবে, যা বিশ্বজুড়ে চরম তাপপ্রবাহ, খরা এবং বন্যার ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলবে। [বিবিসি: ২৭]

বিবিসি

বোয়িং থেকে নতুন করে বিমান কেনা লাভের নাকি চাপের?

বাংলাদেশ বিলিয়ন ডলার খরচ করে যুক্তরাষ্ট্রের বোয়িং কোম্পানি থেকে আরও উড়োজাহাজ কিনতে যাচ্ছে– সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে এই তথ্য জানান যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া–বিষয়ক যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত এবং ভারতে দেশটির রাষ্ট্রদূত সার্জিও গর। এ নিয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আরেকটি 'দারুণ চুক্তি' করেছেন বলেও উল্লেখ করেন তিনি। এরপর থেকে বাংলাদেশে এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা চলছে। কারণ চলতি বছরেরই ৩০ এপ্রিল ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত বিমানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িংয়ের একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল, যার আওতায় তখন বোয়িং থেকে ১৪টি উড়োজাহাজ কেনার কথা জানানো হয়েছিল। কিন্তু এরপরেও সার্জিও গর- এর পোস্ট থেকে অনেকে এই ইঙ্গিতই পাচ্ছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরও বোয়িং উড়োজাহাজ কিনতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। যদিও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানসহ মন্ত্রীরা প্রতিনিয়ত বলে আসছেন যে দেশের অর্থনীতির অবস্থা ভালো নয়। অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে সরকারকে হিমশিম খেতে হচ্ছে বলেও দাবি করছেন তারা। একই সময়ে ইরান যুদ্ধের কারণে তীব্র জ্বালানি সংকটের মুখে পড়েছে বাংলাদেশ। অর্থের অভাবে বড়ো প্রকল্প নেওয়া থেকে বিরত থাকার কথাও বলেছে সরকার। পরিস্থিতি মোকাবিলায় নতুন করে ঋণের জন্য আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলকে গত জুনেই চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। অন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো থেকেও নানাভাবে সহায়তা পাওয়ার চেষ্টা চলছে। এমন পরিস্থিতিতে নতুন করে বোয়িং থেকে বিমান কেনার আদেশ দেওয়া কতটা প্রয়োজনীয় ছিল, সেই প্রশ্নও উঠছে।

প্রশ্ন উঠছে যে, এত উড়োজাহাজ কি যাত্রী চাহিদার কারণে কেনা হচ্ছে, নাকি যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক হুমকি মোকাবিলায় বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে কেনা হচ্ছে। কিংবা এর পেছনে কোনো রাজনৈতিক কারণ বা চাপ আছে কি-না। তবে মঙ্গলবার পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির সাংবাদিকদের বলেছেন, কোনো চাপে নয়, যুক্তরাষ্ট্র থেকে বোয়িং উড়োজাহাজ বাংলাদেশের চাহিদা অনুযায়ীই কেনা হচ্ছে। তিনি জানান, বাংলাদেশকে সরকার এভিয়েশন হাব হিসেবে গড়ে তুলতে চায়, যে কারণে ৭০ থেকে ৮০টা বড়ো উড়োজাহাজের চাহিদা রয়েছে বাংলাদেশের অ্যাভিয়েশনে খাতে।

প্রয়োজন কতটা, লাভ হবে কতটা

সরকারের দিক থেকে মার্কিন বোয়িং উড়োজাহাজ কেনার সিদ্ধান্ত এমন সময়ে এসেছে, যখন দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের নানা পরিকল্পনার কথা বলছে সরকার। গত এপ্রিলে সংসদে অর্থমন্ত্রী অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী অভিযোগ করেছেন, আওয়ামী লীগ সরকার ১৬ বছর সীমাহীন দুর্নীতি ও লাগামহীন লুটপাটের মাধ্যমে অর্থনীতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে জুনের প্রথম সপ্তাহে আইএমএফের বাংলাদেশ বিষয়ক মিশনপ্রধান ইভো কার্জনার এক বিবৃতিতে জানিয়েছিলেন যে, দেশের অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচিকে সমর্থন দিতে নতুন ঋণ চেয়ে তাদের চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। তবে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কী পরিমাণ ঋণ চাওয়া হয়েছে, সে ব্যাপারে বিবৃতিতে কিছু বলা হয়নি। এমনকি প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান না থাকায় সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য পে-স্কেল ঘোষণা করেও তার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে পারছে না সরকার। সে কারণে ধাপে ধাপে সেটি বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহণ সংস্থা (আইএটিএ) বিভিন্ন সময়ে দেওয়া তথ্য পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের এভিয়েশন খাতের বিশ্লেষকরা বলছেন, বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে আন্তর্জাতিক রুটে সম্মিলিত যে বাজার, তাতে বাংলাদেশি বিমান সংস্থাগুলোর হিস্যা প্রায় ২৫ শতাংশ। বাকি প্রায় ৭৫ শতাংশই বিদেশি এয়ারলাইন্সগুলোর দখলে। এ পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে বেসরকারি বিমান সংস্থা ইউএস–বাংলা ২০২৭ সালের মধ্যে ২১টি নতুন বোয়িং উড়োজাহাজ তাদের বহরে যুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছিল গত ১৯ জুলাই। যাত্রী বিবেচনায় কুয়েত, বাহরাইন, সৌদিআরবসহ বেশ কিছু রুটে নিয়মিত যাত্রী পরিবহণ পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে তারা। অন্যদিকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বহরে এখন উড়োজাহাজ আছে ১৯টি। আর ১০টি উড়োজাহাজ লিজ নেওয়ার পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করেছেন বিমানমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স গত ৩০ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িংয়ের কাছ থেকে ১৪ টি উড়োজাহাজ কেনার চুক্তিকে স্বাক্ষর করেছে।

বিমান বাংলাদেশের এক বিজ্ঞপ্তিতে তখন জানানো হয়েছে, যে ১৪টি উড়োযান কেনা হবে, তার মধ্যে ১০টি ৭৮৭ ড্রিমলাইনার মডেলের। আর চারটি ৭৩৭ ম্যাক্স মডেলের উড়োজাহাজ। ওই সময় জানানো হয়েছিল যে, ১৪টি উড়োজাহাজের বাজারমূল্য প্রায় ৩ দশমিক ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৪৫ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে ইউরোপীয় উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এয়ারবাস বাংলাদেশকে আরও ১০টি উড়োজাহাজ সরবরাহের প্রস্তাব দিয়ে রেখেছে। তাদের প্রস্তাবে ছয়টি এ৩৫০-৯০০ ওয়াইডবডি এবং চারটি এ৩২১ নিও ন্যারোবডি উড়োজাহাজ বিক্রির কথা বলা হয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, এভিয়েশন বা বিমান পরিবহণ দ্রুত বর্ধনশীল খাত। বাংলাদেশ এখন বছরে এক কোটির মতো যাত্রী পরিবহণ করছে, যা আগামী এক দশকের মধ্যেই আড়াই কোটিতে উন্নীত হবে বলে আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থাগুলো ধারণা দিচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যাত্রী বিবেচনায় কী পরিমাণ উড়োজাহাজ দরকার এবং আগামী ১৫ বছরে নতুন যত উড়োজাহাজ আসবে, সেগুলো কোথায় কীভাবে ব্যবহার করে

লাভবান হওয়া যাবে? এছাড়া, বিমানের এত উড়োজাহাজ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা আছে কি-না, তা যথাযথ বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা হয়েছে কি-না। বেসামরিক বিমান মন্ত্রণালয়কে বিবিসি বাংলার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে লিখিত প্রশ্ন করেও কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। এভিয়েশন বিশেষজ্ঞ কাজী ওয়াহিদুল আলম বলছেন, সরকার এখন যে-সব উড়োজাহাজের ক্রয় আদেশ দেবে বা দিচ্ছে সেগুলো ধাপে ধাপে হয়ত আগামী পনের বছরে বাংলাদেশের বিমানের বহরে যুক্ত হবে। "আগে অর্ডার দিলে দাম কম হয়। আগামী ১০ বছরে যাত্রী হবে এখন থেকে দুই বা আড়াই গুণ বেশি। ফলে বিমানের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। এখন দেশের এভিয়েশন খাত বিদেশি এয়ারলাইন্সের হাতে জিম্মি। তারাই বাজারের ৭০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি।

কিংবা যত যাত্রীর আশা করা হচ্ছে এবং সম্ভাব্য বাস্তব পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়েও এত উড়োজাহাজ সত্যিই প্রয়োজন কি-না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "বড়ো বিমান বহর পরিচালনার সক্ষমতা বিমানের আছে কি-না, সেটি বড়ো প্রশ্ন। বিমান গত ৫৪ বছরে নিজেদের লাভজনক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে পারেনি। এটা সরকারি করপোরেশন হিসেবে তৈরি হয়েছে। বাণিজ্যিক এয়ারলাইন্স হিসেবে গড়ে ওঠেনি। সক্ষম বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান না হলে শেষ পর্যন্ত উড়োজাহাজগুলো তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে।" সব মিলিয়ে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান বা কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে এবং যাত্রী সংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে বিবেচনায় নিয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করতে পারলে নতুন উড়োজাহাজ কেনাটা বাংলাদেশের জন্য লাভজনকই হবে বলে তিনি মনে করেন। আরেকজন এভিয়েশন বিশেষজ্ঞ, এটিএম নজরুল ইসলাম বলছেন, বিমান যদি কমার্শিয়াল ও মার্কেটিং কৌশল বিশ্লেষণ করে উড়োজাহাজগুলো কেনার কারণ জানাতে পারতো, তাহলে যৌক্তিকতা বোঝা যেত। কিন্তু সম্ভবত এখানে রাজনৈতিক, কূটনৈতিক বিষয় কিংবা বাণিজ্য ঘাটতির বিষয়টিও কাজ করছে বলে মনে করেন তিনি। তার মতে, "বাজারের কথা চিন্তা করলে বিমানের ক্যাপাসিটি বাড়ানোর প্রয়োজন আছে। কিন্তু তাদের কৌশল কী? তারা কি চাহিদাকে বিবেচনায় নিয়েছে, নাকি কেনাটাই তাদের কৌশল- এগুলো পরিষ্কার করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর জন্য ২৫টি উড়োজাহাজ কেনা হচ্ছে কি-না সেই আলোচনা তো আছে।" "তবে এটিও সত্যি যে, যথাযথ পরিকল্পনা নিতে পারলে এই পরিকল্পনা থেকে বাংলাদেশ লাভবানও হতে পারবে। সেজন্য শুধু উড়োজাহাজ কেনা নয়, বরং পর্যাপ্ত প্রকৌশলী ও পাইলট তৈরি, প্রশিক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে," বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির অবশ্য মঙ্গলবার এ সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে সাংবাদিকদের বলেছেন, বাংলাদেশের যে-সব দেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক রয়েছে, তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র অন্যতম প্রধান উন্নয়ন সহযোগী। "তাই তাদের সঙ্গে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ আরও বাড়ানো হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী আরও উড়োজাহাজ কেনাকাটা করা হবে। আগামী ১০ থেকে ১৫ বছরে ৭০ থেকে ৮০টি বা তারও বেশি উড়োজাহাজের চাহিদা রয়েছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নীতিগতভাবে বোয়িং বিমান কেনার সিদ্ধান্ত হয়েছে," বলেছেন তিনি। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশে এয়ারক্রাফট বহর সক্ষমতা বাড়াতে হবে, না হলে নতুন রুট চালু করা সম্ভব হবে না ও ব্যবসা হারাতে হবে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৩.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

প্রাথমিক হিসাবে নেপালে ক্ষতির পরিমাণ ৩৮৭ বিলিয়ন রুপি

নেপালের জাতীয় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ভোটেকোশী-ত্রিশূলি নদীর বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক হিসাব ৩৮৭ বিলিয়ন রুপিরও বেশি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কাঠমান্ডুতে আয়োজিত এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ধর্মরাজ উপ্রেতি ক্ষয়ক্ষতির এই প্রাথমিক তথ্য প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "ভবন, সড়ক, টেলিযোগাযোগ, কৃষি ও গবাদিপশু খাত বিবেচনায় ক্ষয়ক্ষতির খুবই প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী এর পরিমাণ ৩৮৭ দশমিক ৫৪ বিলিয়ন রুপি।" উপ্রেতির মতে, সব খাতে 'প্রাথমিক পুনরুদ্ধারের' জন্য আনুমানিক সাত দশমিক ৯৫ বিলিয়ন রুপির প্রয়োজন হতে পারে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৩.০৯.২০২৬ নারগীস)

মার্কিন হামলায় ইরানের তিনজন পাইলট নিহত

ইরানের আধা-সরকারি বার্তা সংস্থা তাসনিম জানিয়েছে, দুই রাত আগে দেশটিতে যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় ইরানের তিনজন সামরিক পাইলট নিহত হয়েছেন। বিবিসি ফার্সির তথ্য অনুযায়ী, ওই পাইলটরা কোথায়, কীভাবে নিহত হয়েছেন, সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানায়নি ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডের ঘনিষ্ঠ সংবাদ সংস্থা তাসনিম। তাসনিম জানিয়েছে, নিহত তিন পাইলট হলেন মোজতবা বাকেরি, নৌবাহিনীর হামিদ ওকাতি এবং বিমানবাহিনীর হোসেইন মাহদোভিয়ান। আলাদা আরেকটি প্রতিবেদনে ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর আরও ছয় সদস্যের নাম প্রকাশ করেছে তাসনিম। দেশটির দক্ষিণাঞ্চলে বিভিন্ন হামলায় তারা নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে সংবাদ সংস্থাটি। দীর্ঘ বিরতির পর গত ৩১ আগস্ট ও পহেলা সেপ্টেম্বরের মধ্যবর্তী রাতে ইরানে হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। দুইদিন আগে মার্কিন সামরিক বাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ড বা সেন্টকম জানিয়েছিল, দক্ষিণ ইরানের বেশ কয়েকটি শহরে তারা হামলা চালিয়েছে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৩.০৯.২০২৬ নারগীস)

ইরান নিয়ে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা 'ভুল পদক্ষেপ', বলছে চীন

ইরান সংক্রান্ত বিষয়ের অজুহাতে চীনের বিভিন্ন কোম্পানি ও মানুষের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার নিন্দা জানিয়েছে চীনের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। একইসঙ্গে এসব নিষেধাজ্ঞা অবিলম্বে প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছে তারা। বৃহস্পতিবার এক

সংবাদ সম্মেলনে চীনের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের একতরফা নিষেধাজ্ঞার কারণে বিভিন্ন দেশের মধ্যে স্বাভাবিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক লেনদেনে অযাচিত হস্তক্ষেপ তৈরি হচ্ছে এবং এটি বৈশ্বিক জ্বালানি নিরাপত্তা ও সরবরাহের স্থিতিশীলতাকে গুরুতরভাবে ব্যাহত করছে। তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে অবিলম্বে তাদের ভুল সংশোধন করারও আহ্বান জানিয়েছেন। সম্প্রতি মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট অন্যান্য দেশকে ইরান থেকে 'দূরত্ব বজায়' রাখার এবং চীনের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তবে চীন ও রাশিয়াসহ কয়েকটি দেশ তখন তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৩.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদের মেয়াদে নিয়োগ ও বদলির নথি চেয়েছে দুদক

বাংলাদেশের সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়ার দায়িত্ব পালনকালে মন্ত্রণালয়ের অধীন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি সংক্রান্ত নথিপত্র চেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ দুদকের জনসংযোগ বিভাগের সহকারী পরিচালক মো. তানজির আহমেদ সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে এসব তথ্য ও রেকর্ডপত্র চেয়ে আজ চিঠি পাঠিয়েছে সংস্থাটি। চিঠিতে আগামী ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে চাহিদাকৃত তথ্য ও নথি দুদকে প্রেরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। খবর রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বাসস-এর। দুদকের প্রধান কার্যালয়ের উপ-পরিচালক ও অনুসন্ধান দলের প্রধান মো. জাহিদ কালাম স্বাক্ষরিত চিঠিতে বলা হয়, অভিযোগের নিরপেক্ষ অনুসন্ধান পরিচালনা ও প্রতিবেদন দাখিলের জন্য চার সদস্যের একটি বিশেষ অনুসন্ধান দল গঠন করা হয়েছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৩.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

'১৫ হাজারের বেশি শিশু নিখোঁজ' সংক্রান্ত খবরের বিষয় যা বলছে পুলিশ

সম্প্রতি বাংলাদেশের গণমাধ্যমে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত ১৫ হাজারের বেশি শিশু নিখোঁজ সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হয়, যা নিয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছে পুলিশ সদরদপ্তর। আজ বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তারা জানায়, সাত মাসে বাংলাদেশের মোট ১৫ হাজার ৭১৭ জন নিখোঁজ শিশুর মধ্যে দুই হাজার ৩৮ জন উদ্ধার হয়নি, যা মোট নিখোঁজের ১৩ শতাংশ। পুলিশ বলছে, খবরটি তাদের নজরে আসার পর তারা স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট থানার মাধ্যমে বিষয়টি যাচাই-বাছাই করেছে। যাচাই-বাছাই করতে গিয়ে তারা দেখে যে, এই সময়ের মাঝে শূন্য থেকে নয় বছর বয়সি শিশু নিখোঁজ জিডি হয়েছে ৪৭৪টি, উদ্ধার হয়েছে ৪০৬ জন, উদ্ধার হয়নি ৬৮ জন। একই সময়ে ১০ থেকে ১৭ বছর বয়সি শিশু নিখোঁজ হয়েছে ১৫ হাজার ২৪৩, উদ্ধার হয়েছে ১৩ হাজার ২৭৩ জন, উদ্ধার হয়নি এক হাজার ৯৭০ জন। আলোচ্য সময়ে মোট ১৫ হাজার ৭১৭ নিখোঁজ শিশুর মধ্যে উদ্ধার হয়নি দুই হাজার ৩৮ জন। নিখোঁজ হওয়ার কারণ হিসেবে পুলিশ বলছে, শূন্য থেকে নয় বছরের শিশুরা সাধারণত পরিবারের সদস্যদের সাথে অপরিচিত স্থানে ঘুরতে গিয়ে পথঘাট ভুলে যাওয়া, পরিবারের সদস্যদের নাম ঠিকানা বলতে না পারা এবং একাকী বাসায় ফিরতে গিয়ে অন্য স্থানে চলে যাওয়া ইত্যাদি কারণে নিখোঁজ হয়। আবার, ১০ থেকে ১৭ বছর বয়সিরা অভিমান করে, পড়ালেখার চাপ, অনৈতিক কাজে জড়িয়ে লজ্জার ভয়ে পালিয়ে থাকা, স্বাধীন জীবন-যাপনের আকাঙ্ক্ষা, পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে অর্থ বা অন্য কোনো সুবিধা আদায়ের কৌশল, পারিবারিক কলহ ও অশান্তি এবং বন্ধু বা সহপাঠীদের প্রভাব ইত্যাদি কারণে নিখোঁজ হয়।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৩.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

কুয়েতে ইরানের হামলার নিন্দা জানিয়েছে কাতার

কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, কুয়েতে ইরানের নতুন করে চালানো হামলা দেশটির সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার লঙ্ঘন, পাশাপাশি এটি আন্তর্জাতিক আইনেরও লঙ্ঘন। কাতার বলেছে, "এই হামলাগুলো উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টাকে আরও জটিল করে তুলছে এবং অঞ্চলে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চলমান কূটনৈতিক প্রচেষ্টাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।" বিবৃতিতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, এসব হামলা এবং এর পরিণতির জন্য ইরান "আইনগতভাবে দায়ী"। কুয়েতের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে কাতার জানিয়েছে, দেশটির সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষায় কুয়েত যে পদক্ষেপ নেবে, তা সমর্থন করবে। কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরও আহ্বান জানিয়েছে, "অঞ্চলে সামরিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করা, উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি এড়ানো এবং পূর্ববর্তী কূটনৈতিক সমঝোতার ভিত্তিতে সংলাপ ও আলোচনায় ফিরে আসার"। সাম্প্রতিক মার্কিন হামলার পর ইরানও বলেছে, তারা কুয়েত ও জর্ডানে যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটিগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করেছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৩.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

নেপালে যোগাযোগবিচ্ছিন্ন মানুষের সংখ্যা পাঁচ হাজার ছাড়িয়েছে, বেড়েছে মৃতের সংখ্যাও

নেপালের রাসুয়ায় বন্যার পানিতে ভেসে যাওয়ার ঘটনায় এ পর্যন্ত এক হাজার ২৫৯টি মরদেহ পাওয়া গেছে এবং পাঁচ হাজার ৮৩ জন মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন বলে সরকারের সর্বশেষ তথ্যে জানানো হয়েছে। জাতীয় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টায় প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া মরদেহগুলোর মধ্যে এখন পর্যন্ত মাত্র ৯৫টির পরিচয় শনাক্ত করা গেছে এবং সেগুলো স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এদিকে, ১২ হাজারের বেশি মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং তিন হাজার ৮০০ জনের বেশি মানুষ আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান করছেন বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৩.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

পাঁচ মাস পর সংসদে মীর্জা আব্বাস

বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মীর্জা আব্বাস আজ প্রথমবার জাতীয় সংসদে তার নিজ অফিসে দাপ্তরিক কাজ শুরু করেছেন এবং সংসদ অধিবেশনে অংশ নিয়েছেন। বিএনপির মিডিয়া সেলের ভেরিফায়েড অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে এই তথ্য জানানো হয়েছে এবং পাশাপাশি, তাকে সংসদ অধিবেশনেও অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে আজ। বিদেশে চিকিৎসা শেষে প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস পর গতকাল বুধবার রাতে দেশে ফিরেছেন ঢাকা-৮ আসনের সংসদ সদস্য মীর্জা আব্বাস। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৩.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

সবশেষ মার্কিন হামলায় হতাহতের সংখ্যা জানালো ইরান

ইরানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ পরিচালক হোসেইন কেরমানপুর মঙ্গলবার মার্কিন বিমান হামলায় নিহত ও আহতদের সর্বশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছেন। এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এসব হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৮ জনে পৌঁছেছে এবং আহতের সংখ্যা ১৪২ জন হয়েছে। ইরানের এই স্বাস্থ্য কর্মকর্তার মতে, নিহতদের মধ্যে একটি শিশু ও দুইজন নারী রয়েছেন। আর আহতদের মধ্যে ৬১ জন নারী এবং ১৮ বছরের কম বয়সি ৪৪ জন ব্যক্তি রয়েছেন। ইরানের রেড ক্রিসেন্ট বুধবার জানায়, দক্ষিণ ইরানের সিরিকে একটি বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান চলাকালে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র হামলার শার্পনেল আঘাত করলে এক শিশুসহ পাঁচজন নিহত এবং ৫০ জনের বেশি আহত হন। এরপর জর্ডান, কুয়েত, ইরাক ও বাহরাইনে মার্কিন লক্ষ্যবস্তুতে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে তেহরান। মার্কিন সামরিক বাহিনী বলেছে, তারা এসব প্রতিবেদনের বিষয়ে অবগত, তবে তারা কখনোই বেসামরিক লোকজনকে লক্ষ্যবস্তু বানায়নি।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৩.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

স্থানীয় নির্বাচনে এককভাবে অংশ নেওয়ার ঘোষণা এনসিপির

আগামী স্থানীয় সরকার নির্বাচনে এককভাবে অংশ নেওয়ার কথা জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপি। দলটি দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে সমর্থিত প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন এনসিপির মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম। আজ বৃহস্পতিবার দলটির কার্যালয়ে সমন্বয় সভা শেষে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, স্থানীয় নির্বাচন সামনে রেখে সাংগঠনিক শক্তি বাড়াতে মাঠপর্যায়ে দ্রুত কাজ করছে এনসিপি। আগামী নভেম্বরের মধ্যে দেশের সব ইউনিয়নে আহ্বায়ক কমিটি গঠনের লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে দলটি। সারজিস আলম জানান, ইতোমধ্যে একশো উপজেলা ও পৌরসভায় প্রার্থী দেওয়া হয়েছে। সেপ্টেম্বরের মধ্যে আরও একশো উপজেলা ও পৌরসভায় প্রার্থী ঘোষণা করা হবে। এ ছাড়া, পাঁচটি সিটি করপোরেশনে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, বাকি সিটি করপোরেশনের প্রার্থীদের নামও সেপ্টেম্বরের মধ্যে ঘোষণা করা হবে। "বাংলাদেশে প্রায় চার হাজার ৬০০ ইউনিয়ন রয়েছে। এই ইউনিয়ন পরিষদে এনসিপি সমর্থিত চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী নভেম্বরের মধ্যে ঘোষণা করার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। আগামী স্থানীয় নির্বাচনে এনসিপি এককভাবে নির্বাচন করবে এবং বাংলাদেশের প্রতিটা ইউনিয়ন থেকে ওয়ার্ড পর্যন্ত এনসিপি সমর্থিত প্রার্থী থাকবে," বলেন তিনি।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৩.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

বিশ্ব ইজতেমার দুই পর্বের তারিখ ঘোষণা, টঙ্গীতে আয়োজন চায় দু'পক্ষই

বাংলাদেশ সরকার ২০২৭ সালের বিশ্ব ইজতেমার দুই পর্বের সময়সূচি নির্ধারণ করেছে। প্রথম পর্ব আগামী ৮ থেকে ১০ জানুয়ারি এবং দ্বিতীয় পর্ব ১৫ থেকে ১৭ জানুয়ারি টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমা ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে। বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তাবলীগ জামাতের সাদপন্থি প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক শেষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এর আগে জুবায়েরপন্থি অংশের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে। উভয় পক্ষের মতামত বিবেচনায় নিয়ে ইজতেমার দুই পর্বের সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে টঙ্গীর ইজতেমা মাঠ ব্যবহার নিয়ে দুইপক্ষের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, উভয়পক্ষই টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমা মাঠ ব্যবহারের দাবি জানিয়েছেন। বিগত সরকারের সময় জুবায়েরপন্থি ও সাদপন্থিদের মধ্যে একমত হওয়ার ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্ত স্বাক্ষরিত হয়েছিল যে, সাদপন্থি অনুসারীরা টঙ্গী ময়দানে ইজতেমা করবেন না। তবে আজকের আলোচনায় সাদপন্থিরা সেই সিদ্ধান্তের প্রতি দ্বিমত পোষণ করে সেখানে তাদের অংশগ্রহণের দাবি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। সাদপন্থিরা দুই পর্বের ইজতেমা শেষের পর থেকে রমজানের আগে অথবা নভেম্বরের শেষ দিকে একটি যৌক্তিক সময় গ্যাপ দিয়ে টঙ্গী ময়দানে এক পর্বে ইজতেমা আয়োজনের প্রস্তাব দিয়েছেন। এ বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, উভয় পক্ষের সঙ্গে আরও আলোচনা এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর মতামত নিয়ে সরকার সিদ্ধান্ত নেবে। মাওলানা সাদের বাংলাদেশের আসার বিষয়ে মন্ত্রী জানান, বিষয়টি ভিসা নীতি ও ধর্ম মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারভুক্ত এবং সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। এর আগে, গত ১৮ আগস্ট জুবায়েরপন্থি প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিশ্ব ইজতেমার তারিখ ও নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বৈঠক করেছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৩.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

ইন্দোনেশিয়ার দাবানলের ধোঁয়ায় ছেয়ে যাচ্ছে মালয়েশিয়া ও ফিলিপিন্সের আকাশ

সপ্তাহজুড়ে ভয়াবহ দাবানলের সাথে লড়াই করছে ইন্দোনেশিয়া। দেশটির এ দাবানলের কারণে সৃষ্টি হওয়া বিষাক্ত ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়েছে আশপাশের দেশ মালয়েশিয়া এবং ফিলিপিন্সের বিভিন্ন অঞ্চলেও। দাবানল থেকে সৃষ্ট ধোঁয়া কুয়াশার চাদরের মতো ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন এলাকা ঢেকে রেখেছে। ঘন কুয়াশার কারণে ব্যাহত হচ্ছে আগুন নেভানোর কাজও। সুমাত্রা এবং বোর্নিও দ্বীপের ইন্দোনেশিয়ান অংশ কালিমেন্টানের কয়েক লক্ষ মানুষ এই বিষাক্ত কুয়াশার কারণে এরইমধ্যে মারাত্মক ক্ষতির শিকার হয়েছেন। পরিস্থিতি এতটাই জটিল আকার ধারণ করেছে যে, অগ্নিনির্বাপন বাহিনীর ক্লাউড-সিডিং অথবা বিমানের মাধ্যমে আগুন নেভানোর অপারেশন চালানোও কঠিন হয়ে পড়েছে। বিশাল এলাকাজুড়ে বিষাক্ত কুয়াশার সৃষ্টি হওয়ায়, প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেই দাবানলের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে ইন্দোনেশিয়া। কালিমেন্টানের লক্ষ লক্ষ মানুষ এই ক্ষতিকর বায়ুর সংস্পর্শে এসেছেন। শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ নিয়ে হাজার হাজার মানুষকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলেও জানা গেছে। নতুন করে আগুন লাগা রোধ করতে এবং বন্যপ্রাণী রক্ষায় কয়েক হাজার কর্মকর্তা মোতায়েন করেছে কর্তৃপক্ষ। তবে, শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে এ আগুন অনেক সময় অনিয়ন্ত্রিতভাবে ছড়িয়ে পড়ে, যার মধ্যে কালিমেন্ট ও সুমাত্রার সুরক্ষিত বনাঞ্চলগুলোও অন্তর্ভুক্ত থাকে। ইন্দোনেশিয়ায় আগুন দিয়ে পুড়িয়ে জমি পরিষ্কার করা আইনগতভাবে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এই পদ্ধতিটি অব্যাহত রয়েছে। এল নিনো শুষ্ক মৌসুমে এই দাবানল বিশেষভাবে তীব্র আকার ধারণ করে এবং চলতি বছরে একটি সুপার এল নিনো এই বিপর্যয়কে আরও মারাত্মক করে তুলেছে বলেই মনে করা হচ্ছে। ইন্দোনেশিয়া সরকার স্বীকার করেছে যে, এই আগুন মূলত ব্যক্তি বা করপোরেশন দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবেই লাগানো হয়েছে। দেশটির প্রেসিডেন্ট প্রবোবো সুবিয়ান্তো সম্প্রতি বলেছেন যে, তিনি অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবেন।

এদিকে, ইন্দোনেশিয়ায় যখন শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণের কারণে ৫০ হাজারেরও বেশি মানুষকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, তখন যে সমস্ত প্রতিবেশী দেশে কুয়াশা দেখা গেছে, সেখানেও স্বাস্থ্য সতর্কতা জারি করা হয়েছে। মালয়েশিয়ার বোর্নিও দ্বীপের অংশ সারাওয়াকে, বেশ কিছু এলাকায় এয়ার পলুশন ইনডেক্স (আইপিআই) "অস্বাস্থ্যকর" পর্যায়ে রয়েছে। কুচিং, সামারাহান, সেরিয়ান, শ্রী আমান এবং বেতোং-এ কর্তৃপক্ষ সরাসরি বা সামনাসামনি ক্লাস স্থগিত করেছে, কারণ কালিমেন্টান থেকে আসা ধোঁয়া দিন দিন আরও ঘন হয়ে উঠছে। সারাওয়াকের বাসিন্দা মুহাম্মদ ফাজলি বেন্দাউদ জানিয়েছেন যে, তিনি চিন্তিত কারণ কুয়াশা "দিন দিন আরও তীব্র হচ্ছে।" ইন্দোনেশিয়ায় দাবানল অব্যাহত থাকায়, বায়ুদূষণের দিকে নজর রাখার কথা জানিয়েছে প্রতিবেশী দেশ সিঙ্গাপুরও। বর্তমান পরিস্থিতি দেখে ওই অঞ্চলে ২০১৩ এবং ২০১৫ সালের ভয়াবহ দাবানলের কথাও স্মরণ করছেন অনেকে। যখন পুরো শহরটি সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে ধোঁয়ার কুয়াশায় ঢাকা ছিল। সেসময় স্কুল বন্ধ রাখতে হয়েছিল, ফাস্ট ফুড চেইনগুলো হোম ডেলিভারি বন্ধ করে দিয়েছিল। সেই সাথে এন-৯৫ মাস্কের ঘাটতি দেখা দিয়েছিল।

গত কয়েক বছর ধরে সিঙ্গাপুর এ কুয়াশা এড়িয়ে চলতে পেরেছিল, কারণ ইন্দোনেশিয়া তাদের বার্ষিক দাবানলের মাত্রা কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এনেছিল। কিন্তু চলতি বছর "সুপার এল নিনো" পরিস্থিতিকে আরও মারাত্মক করে তুলতে পারে- এমন সতর্কবার্তায় সিঙ্গাপুর আবারও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। সরকার ও খুচরা বিক্রেতারা পর্যাপ্ত এন-৯৫ মাস্ক মজুত করেছে এবং স্কুলগুলো বাইরের কার্যক্রম কমিয়ে আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এমনকি অক্টোবরের শুরুর দিকে লক্ষাধিক মানুষের সমাগমে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ফর্মুলা ওয়ান গ্র্যান্ড প্রিক্সের জন্যও একটি আকস্মিক পরিস্থিতি মোকাবেলার পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। যার মধ্যে মাস্ক মজুত করা এবং পর্যাপ্ত চিকিৎসাসেবা প্রস্তুত রাখার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৩.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

জমির নামজারিতে নতুন যে পরিবর্তন এলো, আরো যা জেনে রাখতে পারেন

বাংলাদেশে ক্রয় বা উত্তরাধিকার সূত্রে জমির মালিকানা পাওয়ার পর যেমন রেজিস্ট্রেশন করতে হয়, তেমনি নামজারি বা মিউটেশন এর মাধ্যমে সরকারি রেকর্ডে মালিকানা নথিভুক্ত করাও বাধ্যতামূলক। কারণ নামজারি ছাড়া জমি কেনা-বেচা, দান এমনকি খাজনা দেওয়াও সম্ভব নয়। সম্প্রতি নামজারির এই প্রক্রিয়ায় কিছু পরিবর্তন এনেছে ভূমি মন্ত্রণালয়। ভূমি নামজারি বা মিউটেশন এর নতুন নিয়ম অনুযায়ী, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া জমিতে ভাগ-বাটোয়ারা না হলে কোনো আলাদা খতিয়ান হবে না, বরং একই খতিয়ানে সবার নাম যৌথভাবে থাকবে। এক্ষেত্রে ওয়ারিশদের যৌথ নামজারির জন্য আলাদা করে কোনো বণ্টননামা দলিলের প্রয়োজন নেই। তবে, আলাদা খতিয়ান করতে চাইলে বা পৃথকভাবে ভূমি উন্নয়ন কর দিতে চাইলে নিবন্ধিত আপোষ-বণ্টননামা দলিল থাকতে হবে। নতুন নিয়মে কেবল যৌথ নামজারির ক্ষেত্রে ওয়ারিশ সনদ যথেষ্ট হলেও জমি ভাগ করে আলাদা আলাদা খতিয়ান চাইলে রেজিস্টার্ড বণ্টননামা লাগবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই নিয়মের মাধ্যমে- বিশেষ করে ওয়ারিশসূত্রে পাওয়া জমির ক্ষেত্রে 'আগে যৌথ, পরে আলাদা' নীতি চালু হয়েছে। এর ফলে সরকারি রেকর্ডে প্রকৃত মালিকের নাম নিশ্চিত করা এবং ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ কমানো সম্ভব হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। এছাড়া যৌথ নামজারির বাধ্যবাধকতা ওয়ারিশদের মধ্যে স্বচ্ছতা আনবে এবং নামজারি ছাড়া জমি বিক্রি বন্ধ হওয়ার ফলে, অবৈধ দখলও কমবে বলেই মত বিশেষজ্ঞদের।

নামজারি কী এবং কেন জরুরি?

ক্রয় বা উত্তরাধিকার সূত্রে একটি জমির মালিকানা পাওয়ার ক্ষেত্রে কেবল রেজিস্ট্রেশন করলেই কাজ শেষ না, নামজারির মাধ্যমে সরকারি রেকর্ডে মালিকের নামও নথিভুক্ত করতে হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে ভূমি মন্ত্রণালয়ের

ডিজিটাল ভূমিসেবা পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনেই নামজারির আবেদন করা যায়। নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে ২৮ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যেই এই প্রক্রিয়ার নিষ্পত্তি করা হয়। সহজ কথায়, জমি কেনা বা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়ার পর সরকারি রেকর্ড বা খতিয়ান থেকে আগের মালিকের নাম বাদ দিয়ে নতুন মালিকের নাম অন্তর্ভুক্ত করাকেই নামজারি বলে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জমির নামজারি করা না হলে বেশ কিছু সমস্যা তৈরি হতে পারে। এক্ষেত্রে মালিকানার ঝুঁকি তৈরির শঙ্কা রয়েছে এবং রেকর্ডে নাম না থাকলে অবৈধ দখলদার বা অন্য ওয়ারিশ জমির দাবি করতে পারে। নতুন আইনে নামজারি বা খতিয়ান ছাড়া কোনো জমি রেজিস্ট্রি, দান বা হেবা করা যাবে না। এছাড়া ভূমি উন্নয়ন কর বা খাজনা দিতে গেলেও নিজ নামে খতিয়ান লাগবে।

নতুন নিয়মে যে-সব পরিবর্তন

২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের জারি করা এই সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে থাকা পরিবর্তিত নিয়ম এখন থেকে কার্যকর করা হয়েছে। যেখানে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া জমিতে ওয়ারিশদের 'সবার নাম একসাথে' থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অর্থাৎ আগে বাবা মারা গেলে পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে একজন নিজের নামে আলাদা নামজারি করে নিতে পারতেন। এখন থেকে সেটি আর হবে না। নতুন নিয়মে মৃত ব্যক্তির সব ওয়ারিশের নাম একসঙ্গে একই খতিয়ানে অন্তর্ভুক্ত করে যৌথভাবে নামজারি করতে হবে। যেটি 'কো-শেয়ারার' হিসেবে দেখানো হবে। আবেদনের সময় সব ওয়ারিশের তথ্য, ওয়ারিশ সনদ ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র একসঙ্গে দাখিল করা বাধ্যতামূলক। এক্ষেত্রে কোনো ওয়ারিশ যদি বাদ পড়ে, তাহলে আবেদনটি নামঞ্জুর হতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের আইনজীবী ইশরাত হাসান বলছেন, অনেক সময় এক বা দুইজন ওয়ারিশ বাকিদের বাদ দিয়ে জমি নিজের নামে করে নিতেন, এখন সবাইকে একসাথে আনায় সেই সুযোগ বন্ধ হলো। তবে, শুধু বণ্টননামা না থাকার কারণে যৌথ নামজারির আবেদনও আর নামঞ্জুর করা যাবে না। মিজ হাসান বলছেন, “আগে অনেক ভূমি অফিস বণ্টননামা না থাকলে যৌথ নামজারিও নামঞ্জুর করত। এখন মন্ত্রণালয় স্পষ্ট করেছে যে, শুধু এই কারণে আবেদন বাতিল করা যাবে না।” এই পরিবর্তনের ফলে নামজারি সহজ ও দ্রুত হবে বলেই মনে করেন সুপ্রিম কোর্টের এই আইনজীবী। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, পৌর মেয়র বা সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড কমিশনারের কাছ থেকে ওয়ারিশ সনদ নিতে হবে বলেও নতুন নিয়মে উল্লেখ করা হয়েছে।

আলাদা খতিয়ান চাইলে যা লাগবে

পৈতৃক বা যৌথ মালিকানাধীন কোনো সম্পত্তি যখন অংশীদাররা নিজেদের মধ্যে আপস-মীমাংসার মাধ্যমে যার যার অংশ বুঝে নেন এবং সেটি সরকারিভাবে নিবন্ধন করান, তখন সেই লিখিত চুক্তিপত্রকে বলা হয় রেজিস্টার্ড বণ্টননামা। এক্ষেত্রে ওয়ারিশরা যদি নিজেদের মধ্যে জমি ভাগ-বাটোয়ারা করে নেন, তাহলে আলাদা আলাদা খতিয়ান করা যাবে। তবে এখানেও একটি শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে শর্ত হলো 'নিবন্ধিত বণ্টননামা' বা 'আপোষ-বণ্টননামা দলিল' থাকতে হবে। অর্থাৎ এখন থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া জমির নামজারির দুইটি পথ। প্রথমত, যৌথ নামজারি- সবাই মিলে এক খতিয়ানে নাম উঠবে। যেখানে প্রত্যেকের প্রাপ্য হিস্যাও উল্লেখ থাকবে। অথবা পৃথক নামজারি- নিবন্ধিত বণ্টননামা অনুযায়ী প্রত্যেকে নিজ নামে আলাদা খতিয়ান পাবেন।

নামজারি ছাড়া রেজিস্ট্রেশন হবে না

অতীতে অনেক সময় নামজারি ছাড়াই জমি কেনা-বেচা হতো। এখন আইনে স্পষ্ট বলা হয়েছে, নামজারি বা খতিয়ান ছাড়া কোনো জমি কেনা-বেচা, দান বা হেবা করা যাবে না। এর ফলে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে দলিল নিবন্ধনের সময় নামজারির খতিয়ান দেখানো বাধ্যতামূলক। এক্ষেত্রে অনেকের প্রশ্ন রয়েছে যে, আগে নামজারি করা থাকলে আবারও নামজারি করতে হবে কি না? অর্থাৎ কারো জমি ২০১৫ সালে নামজারি করা আছে, আবার করতে হবে কি না? এক্ষেত্রে নতুন করে নামজারির প্রয়োজন নেই। যাদের নামজারি আগেই সম্পন্ন হয়েছে এবং খতিয়ান সঠিক আছে, তাদের নতুন করে নামজারি করতে হবে না। তবে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ হলো, পুরোনো রেকর্ডগুলো ডিজিটাইজড হয়েছে কি-না, সেটি অনলাইনে যাচাই করে নেওয়া ভালো।

নতুন নিয়মের সুবিধা ও চ্যালেঞ্জ

নামজারির আবেদন জমা হওয়ার ২৮ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে প্রক্রিয়াটি নিষ্পত্তি করতে চায় ভূমি মন্ত্রণালয়। এক্ষেত্রে আবেদন করতে দলিলের কপি বা রেজিস্ট্রি দলিল, আগের খতিয়ানের কপি ও দাগ নম্বর, জাতীয় পরিচয়পত্র, ওয়ারিশসূত্রে হলে ওয়ারিশ সনদ ও মৃত্যুসনদ এবং নির্ধারিত ফি-এর রসিদ প্রয়োজন হবে। তবে, কাগজপত্র অসম্পূর্ণ থাকলে বা জমি নিয়ে বিরোধ থাকলে সময় বেশি লাগতে পারে। এই নিয়মের তিনটি বড়ো সুফল দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। প্রথমত, ওয়ারিশদের মধ্যে প্রতারণা কমবে। একজন সব জমি নিজের নামে করে নিতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, সরকারি রেকর্ড আপডেট হবে। কে প্রকৃত মালিক, তা সহজে জানা যাবে। তৃতীয়ত, জমি সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমা কমবে। কারণ যৌথ নাম থাকায় সবাই খতিয়ানে স্বীকৃতি পাচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের আইনজীবী ইশরাত হাসান বলছেন, এই পরিবর্তনের ফলে নামজারি সহজ ও দ্রুত হবে। এছাড়া বণ্টননামা করার ক্ষেত্রে হয়রানি কমবে এবং

ওয়ারিশদের মালিকানার হিস্যাও রেকর্ডে স্পষ্ট থাকবে। “বণ্টননামা না থাকার অজুহাতে যৌথ নামজারি প্রত্যাখ্যান এবং সাধারণ মানুষের হয়রানি বন্ধ করে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া জমির রেকর্ড হালনাগাদ সহজ করতেই এই নির্দেশনা,” বিবিসি বাংলাকে বলেন মিজ হাসান। তবে, নতুন এই নিয়মের কারণে মাঠ পর্যায়ে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। অনেক পরিবারে কেউ বিদেশে থাকেন অথবা কারো সাথে যোগাযোগ নেই। ফলে সবার কাগজ একসাথে জমা দেওয়া কঠিন হওয়ায় ওয়ারিশ খুঁজে বের করাও জটিল হতে পারে। আলাদা খতিয়ান করতে গেলে নিবন্ধিত বণ্টননামা করতে হবে। ফলে এতে অতিরিক্ত খরচ ও সময় প্রয়োজন হবে। এছাড়া কম সময়ের মধ্যে এই প্রক্রিয়া নিষ্পত্তি করতে ভূমি অফিসের চ্যালেঞ্জ বাড়বে। ফলে ৪৫ দিনে প্রক্রিয়াটি নিষ্পত্তি করতে তহশিল অফিস ও এসি ল্যান্ড অফিসের জনবল বাড়াতে হবে বলেই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

বিশেষজ্ঞরা যা বলছেন

ভূমি আইনজীবীদের মতে, নতুন নিয়মটি 'স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি' নিশ্চিতের জন্য ভালো উদ্যোগ। বিশেষ করে নারী ওয়ারিশদের অধিকার রক্ষায় এটি সহায়ক হবে। কারণ আগে অনেক সময় শরিকদের মধ্যে কাউকে বাদ দিয়ে নামজারি করার অভিযোগ একাধিক ক্ষেত্রে উঠেছে। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার ফাহমিদা আখতার বলছেন, “আমাদের দেশে অনেক সময় মেয়েদের বাবা-মায়ের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার একটা প্রবণতা দেখা যায়, ওইসব ঝামেলা থেকে মামলার সংখ্যাও বেশি হয়ে যায়।” নতুন নিয়মের কারণে যেহেতু ওয়ারিশদের সবার নাম দেওয়া হবে, ফলে কাউকে বঞ্চিত করার সুযোগ কমে যাবে। “যদি আনুষ্ঠানিকভাবে বণ্টননামা করা হয়, তাহলে পরে সেটিকে আলাদা খতিয়ানে আনা যাবে। কিন্তু প্রাথমিকভাবে যেটা হবে যে, সবার নামে একটা জয়েন্ট মিউটেশন হবে,” বিবিসি বাংলাকে বলেন মিজ আখতার। এই নিয়মের ফলে দেশে ভূমি সংক্রান্ত যে অসংখ্য মামলা জমে আছে, তার সংখ্যা কমিয়ে আনা সম্ভব হবে বলেই মনে করেন এই আইনজীবী। তিনি বলছেন, “আগে জয়েন্ট মিউটেশনের বিষয়টি না থাকায় অনেক সময় দেখা যেত ভাই-বোনের কেউ একজন অন্যজনকে না জানিয়ে নিজের নামে সব করে ফেলছে। কিন্তু এখন যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।” যদিও নিয়মটি বাস্তবায়নে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে বলেই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। তারা পরামর্শ দিচ্ছেন যে, এই বিষয়ে সাধারণ মানুষকে জানাতে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে। ইউনিয়ন পর্যায়ে ক্যাম্প করে মানুষকে বিষয়টি বোঝানোর পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। সেটি না হলে অজ্ঞতার কারণে অনেকের জমি ঝুঁকিতে পড়তে পারে বলেই মনে করেন তারা। “এই নিয়ম কেবল বইয়ে থাকলেই হবে না, এর যথাযথ প্রয়োগ যদি না থাকে তাহলে এই আইন না থাকার শামিল,” বিবিসি বাংলাকে বলেন মিজ আখতার। এছাড়া জমির নামজারির ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরামর্শও দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। তারা বলছেন, জমি ক্রয়ের পর দলিল রেজিস্ট্রির ৯০ দিনের মধ্যেই নামজারির আবেদন করা উচিত। ওয়ারিশি জমি হলে পরিবারের সাথে বসে, সবাই মিলে যৌথ নামজারি করা। পরবর্তীতে প্রয়োজন হলে বণ্টননামা করে আলাদা হওয়ার সুযোগ রয়েছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৩.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

কুয়েতে আমেরিকার সামরিক রাডার স্থাপনায় হামলার দাবি ইরানের

কুয়েতে মার্কিন সামরিক বাহিনীর স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থা, সামরিক সরঞ্জামের গুদাম এবং যুদ্ধবিমানের হ্যাঙ্গারে হামলা চালানোর দাবি করেছে ইরানের সামরিক বাহিনী। এক বিবৃতিতে ইরানের সামরিক বাহিনী বলেছে, আজ সকালে কুয়েতের আহমেদ আল-জাবের বিমানঘাঁটিতে মার্কিন বাহিনীর স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থা, সামরিক স্থাপনা এবং যুদ্ধবিমানের হ্যাঙ্গার লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে। ইরানের দাবি, এই হামলায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ও যুদ্ধবিমানের হ্যাঙ্গার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ছাড়া, সংযুক্ত আরব আমিরাতের আল-মিনহাদ বিমানঘাঁটিতে মার্কিন সামরিক সদস্যদের একটি আবাসস্থল এবং রাডার ব্যবস্থায় হামলা চালানোর দাবিও করেছে ইরানের সামরিক বাহিনী। এর আগে, কুয়েতের সামরিক বাহিনী এক বিবৃতিতে জানিয়েছিল, ইরান থেকে আসা ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ঠেকাতে দেশটির আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সক্রিয় করা হয়েছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৩.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

দাবানলের মধ্যে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনায় জাকার্তার শত শত মানুষ

ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় ইসতিসকার নামাজে, অর্থাৎ বৃষ্টির জন্য বিশেষ প্রার্থনায় অংশ নিয়েছেন শত শত মানুষ। খরার সময়ে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে মুসলিমরা এই বিশেষ নামাজ আদায় করেন। মূলত, দেশটিতে ভয়াবহ দাবানল দেখা দিয়েছে। কিছু দাবানল আবার কয়েক সপ্তাহ ধরে জ্বলছে। শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণে আক্রান্ত হয়ে দেশটির হাজার হাজার মানুষ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। দাবানলের কারণে সৃষ্ট বিষাক্ত ধোঁয়াশার কবলে পড়েছেন সুমাত্রা এবং বোর্নিও দ্বীপের ইন্দোনেশীয় অংশ কালিমান্তানের লাখ লাখ মানুষ। এই ধোঁয়াশা প্রতিবেশী মালয়েশিয়া এবং আরও উত্তরে ফিলিপাইনেও ছড়িয়ে পড়েছে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৩.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

ইরান থেকে ‘দূরে থাকার’ মার্কিন আহ্বান প্রত্যাখ্যান রাশিয়ার

ইরানকে সমর্থন দেওয়া বন্ধ করতে এবং দেশটি থেকে ‘দূরে সরে যাওয়ার’ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সতর্কবার্তা প্রত্যাখ্যান করেছে রাশিয়া। সম্প্রতি মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট বলেছেন, “আমরা ইরানের ওপর নজিরবিহীন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছি... এই সংঘাতের দ্রুত অবসানের সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো কেউ যেন ইরানের শাসনব্যবস্থাকে কোনো ধরনের সমর্থন না দেয়।” তবে এই আহ্বান চীন ও রাশিয়াসহ কয়েকটি দেশের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়ার মুখে পড়েছে। ইন্টারফ্যাক্স সংবাদ সংস্থার বরাতে বৃহস্পতিবার ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ

বলেন, “আমাদের অংশীদার ও বন্ধু রয়েছে, এবং আমরা এসব বন্ধুত্বপূর্ণ ও অংশীদারিত্বভিত্তিক সম্পর্ক বজায় রাখব এবং আরও উন্নত করব।” মি. পেসকভ আরও বলেন, অন্য কোনো দেশের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র এমন অবস্থানে নেই যে তারা তা “একচেটিয়াভাবে” করতে পারে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৩.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

ওয়েব পেজ : ০৩.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

এনএইচকে

জুলাই ও আগস্টে প্রতি মাসে হতাহত রুশ সেনার সংখ্যা ৪০ হাজার ছাড়িয়েছে: মার্কিন গবেষণা সংস্থা

একটি মার্কিন গবেষণা সংস্থা জানিয়েছে, আগস্ট মাসে টানা দ্বিতীয়বারের মতো নিহত বা আহত রুশ সামরিক কর্মীর সংখ্যা ৪০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। মঙ্গলবার ইনস্টিটিউট ফর দ্য স্টাডি অফ ওয়ার-এর প্রকাশিত এক বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, গত মাসে ৪২ হাজারেরও বেশি রুশ সেনা হতাহত হওয়ার খবর দিয়েছে ইউক্রেনীয় পক্ষ, যেমনটা তারা জুলাই মাসেও দিয়েছিল।

বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, রাশিয়া "যুদ্ধক্ষেত্রে সীমিত সাফল্যের জন্য ক্রমবর্ধমানভাবে চড়া মূল্য দিয়ে আসছে।" এতে বলা হয়েছে, "স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত রাশিয়ার বর্তমান সৈন্য সংগ্রহ ব্যবস্থাটি, চলমান ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য পর্যাপ্ত সেনা নিয়োগ করতে ক্রমাগত হিমশিম খাচ্ছে।" বিশ্লেষণে আরও বলা হয়েছে যে, সৈন্য সংগ্রহের ব্যবস্থা না করে রুশ বাহিনী আর কতদিন তাদের আক্রমণের বর্তমান গতি বজায় রাখতে পারবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি গত মাসে উল্লেখ করেছিলেন যে, রাশিয়া বছরের শেষ নাগাদ অতিরিক্ত কয়েক লক্ষ সৈন্য মোতায়েন করতে পারে এবং আগামী বছরও সমসংখ্যক সৈন্য প্রস্তুত করার পরিকল্পনা তাদের রয়েছে। মার্কিন ওয়েবসাইট পলিটিকো জানিয়েছে যে, গত মাসে জর্জিয়ার সীমান্তবর্তী চেকপয়েন্ট দিয়ে ১ লাখ ১০ হাজারেরও বেশি রুশ নাগরিক তাদের দেশ ত্যাগ করেছেন। এতে বলা হয়েছে, সীমান্ত পারাপারের এই আকস্মিক বৃদ্ধি "এই ক্রমবর্ধমান আশঙ্কাকে প্রতিফলিত করে যে ক্রেমলিন নতুন সৈন্যবল প্রস্তুত করার একটি প্রচেষ্টার কথা ঘোষণার জন্য তৈরি হয়েছে।" (এনএইচকে ওয়েব পেজ: ০৩.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

রেডিও তেহরান

ইরান যুদ্ধ নিয়ে মার্কিন কমান্ডারদের গোপন ভিন্নমত ফাঁস : ওয়াশিংটন পোস্ট

ওয়াশিংটন পোস্টের এক প্রতিবেদনে দীর্ঘায়িত ইরান যুদ্ধের স্থায়িত্ব নিয়ে কয়েকজন শীর্ষ মার্কিন সামরিক কমান্ডারের আনুষ্ঠানিক আপত্তির তথ্য প্রকাশ পাওয়ার পর পেন্টাগন নীরবে একটি অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা থেকে কয়েক দশকের গোপন সামরিক পরিকল্পনা-সংক্রান্ত নথি সরিয়ে নিয়েছে। বিষয়টির সঙ্গে পরিচিত তিন ব্যক্তি ওয়াশিংটন পোস্ট-কে জানান, সেক্রেটারি অব ডিফেন্স অর্ডার্স বুক (SDOB)-সংক্রান্ত ফাইলগুলো সিক্রেট ইন্টারনেট প্রোটোকল রাউটার নেটওয়ার্ক বা SIPRNet-এ পরিচালিত একটি অভ্যন্তরীণ পোর্টাল থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এই গোপন নেটওয়ার্কটি সাধারণত মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা ও সামরিক কর্মীরা ব্যবহার করেন। সিস্টেমটির সংবেদনশীল প্রকৃতির কারণে নাম প্রকাশ না করার শর্তে সূত্রগুলো জানায়, নথিগুলো এখনো অন্য কোনো মাধ্যমে পাওয়া যায় কি না, নাকি আরও সীমিত প্রবেশাধিকারসম্পন্ন নেটওয়ার্কে স্থানান্তর করা হয়েছে—তা স্পষ্ট নয়। SIPRNet “সিক্রেট” পর্যায়ের তথ্যের জন্য নির্ধারিত, আর “টপ সিক্রেট” পর্যায়ের তথ্য আরও কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থাসম্পন্ন সিস্টেমে সংরক্ষিত থাকে। ‘মিশনের নিরাপত্তা ও অপারেশনাল অখণ্ডতা’ পেন্টাগনের মুখপাত্র শন পারনেল নথিগুলোর প্রবেশাধিকার পরিবর্তনের বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে অস্বীকৃতি জানান, তবে তিনি এমন পরিবর্তন ঘটার বিষয়টি অস্বীকারও করেননি। ট্রাম্প প্রশাসনের পছন্দের নামকরণ অনুসারে প্রতিরক্ষা বিভাগকে “যুদ্ধ বিভাগ” উল্লেখ করে পারনেল বলেন, “আমরা আগেও বলেছি, যুদ্ধ বিভাগ অভ্যন্তরীণ সামরিক কার্যক্রমের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া—যার মধ্যে সেক্রেটারি অব ওয়ার অর্ডার্স বুক (SWOB)-এর ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা বা প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত প্রটোকলও রয়েছে, সেগুলো নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করে না।” তিনি জোর দিয়ে বলেন, “আমাদের সেনাসদস্যদের সাফল্যই সেক্রেটারি হেগসেথের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।” তিনি আরও বলেন, মিশনের নিরাপত্তা ও অপারেশনাল অখণ্ডতা নিশ্চিত করতে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে অপারেশনাল প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়।

(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ০৩.০৯.২০২৬ নারগীস)

ইরানের স্বার্থ রক্ষায় যেখানেই প্রয়োজন হবে, আমরা শক্তি নিয়ে হাজির হবো

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের স্থলবাহিনীর কমান্ডার বলেছেন, ইরানের সীমান্ত এলাকায় যেকোনো সম্ভাব্য হুমকি মোকাবেলা করার জন্য স্থলবাহিনীর ইউনিটগুলো সজাগ রয়েছে। ইরানি ব্রডকাস্টিং এজেন্সিকে উদ্ধৃত করে পার্স টুডে জানিয়েছে, ইরানের সেনাবাহিনীর স্থলবাহিনীর কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলী জাহানশাহী বৃহস্পতিবার পশ্চিম ইরানে সেনাবাহিনীর ৩৫তম বিশেষ বাহিনী ব্রিগেড পরিদর্শনকালে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সীমান্তের নিরাপত্তা আগের চেয়েও বেশি নিশ্চিত করার কৌশলগত গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে বলেন, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা রক্ষার জন্য সেনাবাহিনীর স্থলবাহিনীর ইউনিটগুলো দেশের সীমান্ত জুড়ে মোতায়েন

রয়েছে এবং যে-কোনো হুমকি, আগ্রাসন ও স্থল আক্রমণের মোকাবিলায় সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত। ইরানের স্থলবাহিনীর কমান্ডার বলেন, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সীমান্ত রক্ষা করা স্থলবাহিনীর অন্যতম মৌলিক ও স্থায়ী দায়িত্ব। তিনি বলেন, সীমান্তে সশস্ত্র বাহিনীর শক্তিশালী ও সতর্ক উপস্থিতি জনগণের নিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিত করতে এবং ইরানের ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এই পথে যুদ্ধ প্রস্তুতি ও নিরন্তর সতর্কতা বজায় রাখা এক অনস্বীকার্য প্রয়োজন। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জাহানশাহী জোর দিয়ে বলেন যে, আজকের ইসলামী ইরানের নিরাপত্তা, শান্তি ও কর্তৃত্ব শহিদদের পবিত্র রক্ত এবং সেইসব যোদ্ধাদের আত্মত্যাগের কাছে ঋণী, যারা ইতিহাসের সবচেয়ে সংবেদনশীল মুহূর্তে মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য সাহসিকতার সাথে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। শহিদরা তাদের জীবন উৎসর্গ করে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের স্বাধীনতা, ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা এবং মর্যাদা রক্ষা করেছেন এবং আজ এই মূল্যবান ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করা এবং ত্যাগ ও শাহাদাতের সংস্কৃতিকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া আমাদের কর্তব্য।
(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ০৩.০৯.২০২৬ নারগীস)

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর আধুনিকায়নে চীনের তৈরি জেট এনসি যুদ্ধবিমান যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে আলোচনা

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর আধুনিকায়ন পরিকল্পনায় চীনের তৈরি জেট এনসি যুদ্ধবিমান যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনাকে ঘিরে দক্ষিণ এশিয়ার কৌশলগত অঙ্গনে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের সম্ভাব্য এই যুদ্ধবিমান কেনার খবরে ভারতের বিভিন্ন গণমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা বিশ্লেষণ ও উদ্বেগ দেখা যাচ্ছে। এর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্ভাব্য মক্কা প্যাকটে যোগদানের বিষয়টি যুক্ত হওয়ায় নয়া দিল্লির কৌশলগত মহলেও বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা নীতি নিয়ে নতুন করে হিসাব নিকাশ শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে জানানো হয়েছে বিমান বাহিনীকে আধুনিক ও শক্তিশালী করার বৃহৎ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে চীনের তৈরি জেট এনসি যুদ্ধবিমান কেনার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেয়া হচ্ছে। সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার বিষয় উপদেষ্টা জাহিদুর রহমান নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে সরকারের প্রতিরক্ষা ক্রয় পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। সরকারি বক্তব্য অনুযায়ী শুধু যুদ্ধবিমান নয় বাংলাদেশে অ্যাটাক হেলিকপ্টার ভিআইপি পরিবহনের জন্য হেলিকপ্টার এবং বিভিন্ন ধরনের মানববিহীন আকাশযান সংগ্রহের পরিকল্পনা ও চলছে। অর্থাৎ বিষয়টি একটি নির্দিষ্ট যুদ্ধবিমান কেনার বিষয়ে সীমাবদ্ধ নয় বরং বিমান বাহিনীর সামগ্রিক সক্ষমতা আধুনিকায়নের একটি বড় পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এসব সরঞ্জাম সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। জাহিদুর রহমান জানান প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কেনার জন্য গঠিত কমিটি জেট এনসি যুদ্ধবিমান এবং অ্যাটাক হেলিকপ্টার সংগ্রহের বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা শেষ করেছে। এরই মধ্যে একটি খসড়া চুক্তিও প্রস্তুত করা হয়েছে। সেই খসড়া চুক্তি পরবর্তী পর্যালোচনা এবং প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে।

তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এখনো চূড়ান্ত ক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হয়নি। প্রয়োজনীয় অর্থবরাদ্দ প্রশাসনিক অনুমোদন এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরই ক্রয় কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে যাবে। চলতি অর্থবছরের প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া গেলে দ্রুত প্রক্রিয়া এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করা হবে। যার অর্থ ও বরাদ্দ সম্ভব না হলে বিষয়টি পরবর্তী বাজেট চক্রে চলে যেতে পারে। বাংলাদেশের জেটেনসি বেছে নেয়ার পেছনে সাম্প্রতিক যুদ্ধের অভিজ্ঞতাকেও গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। সরকারি বক্তব্যে বলা হচ্ছে সাম্প্রতিক ভারত পাকিস্তান সংঘাতের সময়ে চীনের তৈরি জেটেনসি যুদ্ধবিমান ভারতের রাফল যুদ্ধবিমানের বিরুদ্ধে সাফল্য দেখিয়েছে। এই অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব ফেলেছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা জাহেদুর রহমান।

তবে ভারত পাকিস্তান সংঘাতের রাফাল ভূপাতিত হওয়ার বিষয়ে বিভিন্ন পক্ষের দাবিও পাল্টা দাবি রয়েছে। বাংলাদেশের নীতি নির্ধারকদের কাছে ওই সংঘাতের অভিজ্ঞতা আধুনিক চীনা যুদ্ধবিমানের সক্ষমতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কেটেনসি মূলত চীনের জেটেনসি যুদ্ধবিমানের রপ্তানি সংস্করণ। আধুনিক রাডার এভিওনিক্স তথ্য আদান-প্রদানের ব্যবস্থা এবং আকাশ ও স্থল লক্ষ্যবস্তুর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র ব্যবহারের সক্ষমতার কারণে এটি চীনের অন্যতম আধুনিক বহুমুখী যুদ্ধবিমান হিসেবে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশের জন্য এই যুদ্ধবিমানের আরেকটি বড় আকর্ষণ হচ্ছে এর তুলনামূলক কম পরিচালনা ও ক্রয় ব্যয়। একই শ্রেণির পশ্চিমা যুদ্ধবিমান যেমন রেফালে বা ইউরোফাইটার টাইফুন সংগ্রহের তুলনায় চীনা যুদ্ধবিমান তুলনামূলক কম খরচে পাওয়া যেতে পারে। সীমিত প্রতিরক্ষা বাজেটের মধ্যে বেশি সংখ্যক আধুনিক যুদ্ধবিমান সংগ্রহ করতে চাইলে এই বিষয়টি বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আর এখানে ভারতের উদ্বেগের জায়গাটি সবচেয়ে বেশি বলে মনে করছেন আঞ্চলিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা। বাংলাদেশ যদি জেটেনসি এর পাশাপাশি আধুনিক রাডার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মানববিহীন আকাশযান এবং উন্নত ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতা গড়ে তোলে তাহলে দেশের আকাশসীমা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ ক্ষমতা আগের তুলনায় উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় নিরাপত্তা কল্পনায় বাংলাদেশকে ঘিরে নতুন করে হিসেব করতে হতে পারে। ভারতের বিভিন্ন গণমাধ্যমে ইতোমধ্যে বাংলাদেশের সম্ভাব্য জিটেনসি সংগ্রহকে ভারতীয় নিরাপত্তার জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। কোন কোন বিশ্লেষণে বাংলাদেশের সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর জন্য সম্ভাব্য ঝুঁকি হিসেবেও দেখানো হচ্ছে। এমনকি বাংলাদেশের সঙ্গে ভবিষ্যৎ সামরিক উত্তেজনা নিয়ে নানা ধরনের

চরম অনুমানও সামনে আসছে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মক্কা প্যাকটে বাংলাদেশের সম্ভাব্য যোগদানের বিষয়টি। বাংলাদেশ যদি সৌদি আরব, পাকিস্তান ও তুরস্ক সহ কয়েকটি দেশের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সহযোগিতার কাঠামোতে যুক্ত হয় তাহলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্রনীতিতে নতুন মাত্রা যুক্ত হতে পারে। ভারতের কৌশলগত মহলে এই সম্ভাবনাকেও বাংলাদেশের সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির বৃহত্তম প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে গণমাধ্যমে প্রকাশিত উদ্বেগ ও বিশ্লেষণকে ভারতের আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রীয়নীতি হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। কোন দেশের সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত মতামত রাজনৈতিক বক্তব্য কিংবা কৌশলগত বিশ্লেষণের সঙ্গে সরকারের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্তের পার্থক্য রয়েছে। তাই বাংলাদেশ জেট এনসি কিনলে ভারত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সরাসরি সামরিক পদক্ষেপ নিবে এমন ধারণার পক্ষে বর্তমানে কোন নিশ্চিত ভিত্তি নেই। বরং বাংলাদেশের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি দেখলে এর মূল লক্ষ্য হতে পারে নিজস্ব প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সম্ভাব্য হুমকি মোকাবেলার প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করা। আধুনিক যুদ্ধ বিমান থাকা মানেই কোন দেশের আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করা নয়। নিজের আকাশীমা সমুদ্রসীমা ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও একটি আধুনিক বিমানবাহিনীর অন্যতম দায়িত্ব। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনেও জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নে প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা বাড়ছে। মক্কা প্যাক্টে যোগদানের বিষয়টিকে বাংলাদেশের অনেকেই কৌশলগত অবস্থান শক্তিশালী করার সম্ভাব্য সুযোগ হিসেবে দেখছেন। তবে এসব সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে জাতীয় স্বার্থ, সার্বভৌমত্ব এবং দীর্ঘমেয়াদী নিরাপত্তা। সব মিলিয়ে জেট এনসি কেনার উদ্যোগ বাংলাদেশের জন্য শুধু কয়েকটি নতুন যুদ্ধবিমান সংগ্রহের ঘটনা নয়, এটি বিমান বাহিনীর সামগ্রিক আধুনিকায়নের সম্ভাব্য একটি বড় ধাপ। এর সঙ্গে মক্কা প্যাক্টে সম্ভাব্য যোগদান যুক্ত হলে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ও কূটনৈতিক অবস্থানও পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। তবে শেষ পর্যন্ত এই উদ্যোগ কতটা সফল হবে তা নির্ভর করবে শুধু যুদ্ধ বিমান কেনার উপরে নয়। পাইলট প্রশিক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, অস্ত্রের মজুদ, আধুনিক রাডার, আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং সমন্বিত সামরিক অবকাঠামো কতটা কার্যকর ভাবে গড়ে তোলা যায় তার উপরে নির্ভর করবে বাংলাদেশের প্রকৃত সক্ষমতা। তাই জেট এনসিকে নিয়ে ভারতের উদ্বেগ যতই বাড়ুক বাংলাদেশের জন্য মূল প্রশ্ন হওয়া উচিত এই যুদ্ধবিমানকে কিভাবে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে কার্যকরভাবে যুক্ত করা যায়। আর ভারতের জন্য বাস্তবসম্মত পথ হতে পারে আতঙ্ক বা অতিরঞ্জিত প্রচারণার পরিবর্তে কূটনৈতিক যোগাযোগ ও পারস্পরিক নিরাপত্তা জোরদার করা। কারণ দক্ষিণ এশিয়ার ভবিষ্যৎ স্থিতিশীলতা নির্ভর করবে সামরিক সক্ষমতার চেয়ে বেশি সেই সক্ষমতাগুলো কিভাবে দায়িত্বশীল ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তার উপর।

(রেডিও তেহরান: ২০৩০ ঘ, ০৩.০৯.২০২৬ রুবাইয়া, এলিনা)

ডয়চে ভেলে

শেখ হাসিনাসহ ৩০ জনকে ১৩ দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনালে হাজিরের নির্দেশ

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাম্প্রতিক সময়ে একাধিকবার বলেছেন আগামী ডিসেম্বরে তিনি ভারত থেকে দেশে ফিরতে চান। তবে তিনিসহ ৩০জন অভিযুক্তকে আগামী ১৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আইসিটি।৩০ জনের মধ্যে সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ, পুলিশের সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ এবং আরো ২৭ জন অভিযুক্ত রয়েছেন। শেখ হাসিনাসহ ৩০ জনকে ১৩ দিনের মধ্যে হাজির হওয়ার নির্দেশ নিয়ে দুটি সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি ছাপানোরও নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি)। ডয়চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার দ্য ডেইলি স্টারের খবর অনুযায়ী, ট্রাইব্যুনাল জানিয়েছে, ২০১৩ সালের ৫ ও ৬ মে ঢাকার মতিঝিলের শাপলা চত্বরে এবং নারায়ণগঞ্জে হেফাজতে ইসলামের কর্মী-সমর্থকদের ওপর দমন-পীড়নের অভিযোগে অভিযুক্ত ৩০ জনকে তাদের নিজস্ব ঠিকানায় খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ কারণেই তাদের ট্রাইব্যুনাল হাজির হওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। প্রসিকিউশন জানিয়েছে, হেফাজতে থাকা ১১ আসামি ছাড়া বাকি ৩০ অভিযুক্তের কাউকেই খুঁজে পাওয়া যায়নি। তারা ট্রাইব্যুনালে হাজির না হলে বা তাদের সন্ধান না পাওয়া গেলে ট্রাইব্যুনাল তাদের পক্ষে লড়ার জন্য রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী নিয়োগ দেবেন। প্রসিকিউশন ওই আইনজীবীদের প্রয়োজনীয় সব নথি সরবরাহ করবে। এসব নথির ভিত্তিতে তারা অভিযুক্তদের পক্ষে আইনি লড়াই পরিচালনা করবেন। এর আগে এই ৩০ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। গত ২৭ জুলাই দমন-পীড়নের ঘটনায় শেখ হাসিনা ও দুই সাংবাদিকসহ ৪১ জনের বিরুদ্ধে গণহত্যা এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গ্রহণ করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৩.০৯.২০২৬ রনি)

জার্মানিতে জ্বালানির দাম সর্বকালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

জার্মানিতে পেট্রোলের দাম রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশন (এডিএসি) এ তথ্য জানিয়েছে।আজ বৃহস্পতিবার এডিএসি জানায়, গতকাল সবচেয়ে কম দামের পেট্রোল ই১০-এর প্রতি লিটারের জন্য চালকদের গড়ে ২.২১৫ ইউরো খরচ করতে হয়েছে। এডিএসি আরো জানিয়েছে, এই দাম যুক্তরাষ্ট্রের গ্যালন পিছু প্রায় ৯.৭৩ ডলারের সমান। ফলে পেট্রোলের দাম-বৃদ্ধি নতুন রেকর্ড ছুঁয়েছে। আগের রেকর্ডটি হয়েছিল ২০২২ সালের মার্চ মাসে। ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার কারণে আরোপ করা নিষেধাজ্ঞার ফলে তখন জ্বালানি সরবরাহ ব্যাহত হয়েছিল।

এবার জ্বালানির দাম বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতি। ভোক্তাদের ওপর এর আর্থিক চাপ কমাতে জার্মানিতে পেট্রোলের ওপর জ্বালানি কর সাময়িকভাবে কমানো হয়েছিল। গত জুন মাসে সেই ছাড়ের মেয়াদ শেষ হয়েছে। এডিএসি মনে করে, জার্মানিতে পেট্রোলের বর্তমান দাম অত্যধিক, কারণ ''তেলের দাম বসন্তকালে যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল তার চেয়ে অনেক নিচে রয়েছে।" (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৩.০৯.২০২৬ রনি)

অতিবৃষ্টির জের, ফারাক্কার কাছে রেললাইনে ধস

অতিরিক্ত বৃষ্টিতে পশ্চিমবঙ্গের ফারাক্কার কাছে রেললাইনে ধস নামলো। বৃহস্পতিবার তিলডাঙা এবং নিউ ফারাক্কা স্টেশনের মাঝখানে এই ধস দেখা যায়। মাটি ধরে যাওয়ায় ডাউন লাইনের একাংশ বসে যায়। এর পরেই বন্ধ করা হয় টেন চলাচল। এর ফলে ব্যহত হয়েছে রেল পরিষেবা। দার্জিলিং মেল, কাঞ্চনকন্যাসহ উত্তরবঙ্গগামী একাধিক ট্রেন মাঝপথে দাঁড়িয়ে পড়েছে। রেল জানিয়েছে, ইঞ্জিনিয়াররা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। মেরামতির কাজ চলছে।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৩.০৯.২০২৬ রনি)

'দান' নয়, জলবায়ু ক্ষতিপূরণ চাইলো নেপাল

দান নয়। পৃথিবীর গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনকারীদের থেকে ক্ষতিপূরণ দাবী করলো নেপাল। এ বিষয়ে কূটনৈতিক পথে এগোচ্ছে নেপাল। তাদের দাবী, এই ভয়াবহ নন্যার দায় দূষণকারীদের নিতে হবে। বুধবারের হড়পা বানে নেপালেএখনো পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে প্রায় বারোশ মানুষের। সাড়ে চার হাজার মানুষ এখনো নিখোঁজ। দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, "পৃথিবীর দূষণে, গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমণে কার্যত নগণ্য ভূমিকা থাকে নেপালের। তা সত্ত্বেও জলবায়ু সংকটের সাংঘাতিক প্রভাব বহন করতে হচ্ছে এই দেশকে। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "এমনও একটা সংকটের দায় আমরা বহন করছি যা তৈরি করার পিছনে আমাদের কোনো ভূমিকা নেই। হিমবাহের এই তীব্রও গতিতে গতে যাওয়া, এবং পার্বত্য অঞ্চলের এই ভয়ঙ্কর সুনামি জলবায়ু পরিবর্তনের ফল।"
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৩.০৯.২০২৬ রনি)

রাশিয়ায় বন্ধ হলো গোয়েটে ইন্সটিটিউটের একাধিক শাখা

রাশিয়ার একাধিক শহরে গোয়েটে ইন্সটিটিউটের শাখা বন্ধ করে দেওয়া হবে। রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ এমনটাই জানিয়েছেন। রাশিয়ার সংবাদসংস্থা টাস এবং ইন্টারফ্যাক্সকে লাভরভ জানান, মস্কো, সেন্ট পিটারসবার্গ এবং ইকাটেরিনবুর্গ শহরে বন্ধ হবে জার্মান এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এর আগে লাইপজিশ/ হালে বিমানবন্দরে একটি ড্রোনের ঘটনায় রাশিয়াকে দায়ী করে জার্মানি। এই ঘটনার পরে বার্লিনে রাশিয়ার একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং বনে রাশিয়ার কনস্যুলেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। তার পরেই এই সিদ্ধান্ত নিলো রাশিয়া। মঙ্গলবার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিন বলেন, জার্মানি ওই ঘটনায় মস্কোকে দায়ী করার জন্য মিথ্যে প্রমাণ সাজাচ্ছে। সংবাদসংস্থা টাসকে লাভরভ বলেন, "রাশিয়াতে ওদের কোনো সাংস্কৃতিক উপস্থিতি থাকবে না, এই কথাটা ওরা জেনেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।" ইউক্রেন-পরিস্থিতি সত্ত্বেও এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলি খোলা ছিল, একথাও মনে করিয়ে দেন লাভরভ। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ১৯৯২ সালে রাশিয়াতে প্রথম গোয়েটে ইন্সটিটিউটের শাখা খোলে। এর আগে, ২০১৮-তে কূটনৈতিক মতানৈক্যের কারণে যুক্তরাজ্যের বৃটিশ কাউন্সিল বন্ধের নির্দেশ দেয় রাশিয়া। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৩.০৯.২০২৬ রনি)

'২ লাখ কর্মী নেওয়া'-সংক্রান্ত প্রতিমন্ত্রী শাহে আলমের বক্তব্যে মালয়েশিয়ার প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশ থেকে আগামী ছয় মাসে দুই লাখ কর্মী নেবে মালয়েশিয়া- সম্প্রতি বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (এলজিআরডি) প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলমকে উদ্ধৃত করে এমন একটি খবর সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।তার ওই বক্তব্য বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিক অবস্থান নয় বলে জানিয়েছেন মালয়েশিয়া সরকারের মুখপাত্র ও যোগাযোগমন্ত্রী ফাহমি ফাদজিল। গতকাল বুধবার মালয়েশিয়ার প্রশাসনিক রাজধানী পুত্রজায়ায় মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। মালয়েশিয়ার সংবাদমাধ্যম মালয়েশিয়াকিনির এক প্রতিবেদনে তার এ বক্তব্য প্রকাশ করার কথা জানিয়েছে ডয়চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার প্রথম আলো। সংবাদ সম্মেলনে ফাহমি ফাদজিল বলেন, (মালয়েশিয়ার) মানবসম্পদমন্ত্রী আর রামানান তাকে জানিয়েছেন, ওই বক্তব্য বাংলাদেশের একজন প্রতিমন্ত্রী দিয়েছেন। এটি বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক অবস্থান নয়।সম্প্রতি দ্য ডেইলি স্টার-এ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (এলজিআরডি) প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলমকে উদ্ধৃত করা বলা হয়েছিল, ''তারা (মালয়েশিয়া) প্রায় দুই লাখ কর্মী নিয়োগ করবে। এর মধ্যে ১০ হাজার কর্মী বিনা খরচে নিয়োগ করা হবে।" মালয়েশিয়ার গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, ঢাকায় বাংলাদেশে নিযুক্ত মালয়েশিয়ার হাইকমিশনার শুহাদা ওসমান এবং বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী আবদুল মঈন খানের মধ্যে বৈঠকের পর শাহে আলম এ কথা বলেন।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৩.০৯.২০২৬ রনি)

বাংলাদেশে মৃত্যুদণ্ড পাওয়া বতসোয়ানার নারীর মুক্তি

মাদক পাচারের দায়ে মৃত্যুদণ্ড পাওয়া বতসোয়ানার নারী লেসেদি মোলাপিসিকে মুক্তি দিয়েছে বাংলাদেশ। এর ফলে তার দেশে ফেরার পথ সুগম হয়েছে বলে জানিয়েছে বতসোয়ানা সরকার। বতসোয়ানার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফেনিয়ো বুটালের বক্তব্য অনুযায়ী লেসেদি মোলাপিসির ইতোমধ্যে স্বদেশে ফিরে যাওয়ার কথা। গতকাল বুধবার ফেনিয়ো বুটালে বার্তা

সংস্থা এএফপি-কে বলেন, ''এটুকু নিশ্চিত করতে পারি যে, তিনি আজই (বুধবার) বতসোয়ানায় পৌঁছাবেন।'' একই দিনে এক বিবৃতিতে বলা হয়, ২০২২ সালে ঢাকায় গ্রেপ্তার হওয়া ৩৩ বছর বয়সি ওই নারীকে মুক্ত করার জন্য বতসোয়ানা কূটনৈতিক পর্যায়ে চেষ্টা চালিয়ে আসছিল। বতসোয়ানার প্রেসিডেন্ট ডুমা বোকোর পক্ষ থেকেও লেসেদি মোলাপিসিকে মুক্তি দেয়ার আবেদন জানানো হয়েছিল। এর ফলেই ওই নারীর মুক্তি নিশ্চিত হয়েছে বলেও বিবৃতিতে দাবি করা হয়। উল্লেখ্য, ২০২২ সালে সাউথ আফ্রিকা থেকে বিমানে বাংলাদেশে এসেছিলেন লেসেদি মোলাপিসি। তার কাছে তখন হেরোইন পাওয়া যায় এবং ২০২৪ সালে মাদক পাচারের দায়ে তার মৃত্যুদণ্ড হয়। বতসোয়ানা জানিয়েছে, প্রতিবেশী দেশ সাউথ আফ্রিকা ও ভারতে তাদের কূটনৈতিক মিশনও লেসেদি মোলাপিসির বিষয়ে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। সম্প্রতি মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ বাংলাদেশে মৃত্যুদণ্ড পাওয়া মানুষের সংখ্যা ছিল ২ হাজারেরও বেশি। সেই বছরই নথিভুক্ত হয়েছিল ১৮৫টি নতুন মৃত্যুদণ্ডের আদেশ। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৩.০৯.২০২৬ রনি)

মালয়েশিয়া থেকে ১৫০০ নাগরিককে 'নিরাপদ' প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতি মিয়ানমারের

মালয়েশিয়া থেকে ১৫০০ জনকে ফিরিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল জাতিসংঘ ও কয়েকটি মানবাধিকার সংস্থার। তবে মিয়ানমার জানিয়েছে, তাদের 'নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ' প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করা হবে।তবে মিয়ানমারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নির্যাতিত রোহিঙ্গা মুসলিম সংখ্যালঘুদের নিজেদের জনগোষ্ঠী হিসেবে স্বীকার করতে আবার অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তাই মানবাধিকারকর্মীদের আশঙ্কা এই প্রত্যাবাসনের ফলে মিয়ানমারের এই নাগরিকরা আবার বিপদে পড়তে পারে। গত জুলাই মাসে মালয়েশিয়া জানিয়েছিল, মিয়ানমার পাঁচ হাজার রোহিঙ্গাকে ফিরিয়ে নিতে রাজি। তারপর দুই দেশের পক্ষ থেকেই জানানো হয়, চলতি মাসের শেষের দিকে মালয়েশিয়া থেকে মিয়ানমারের ১৫০০ নাগরিকের প্রথম দল স্বেচ্ছায় মিয়ানমারে ফিরবে। তবে তাদের মধ্যে কতজন রোহিঙ্গা তা এখনো স্পষ্ট নয়। মিয়ানমারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়, ''যাচাই করা বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণভাবে স্বেচ্ছায় ফিরে আসার প্রক্রিয়া সহজতর করতে বাংলাদেশ ও বন্ধুপ্রতিম দেশগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে মিয়ানমার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'' ২০১৭ সালে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর নৃশংস দমন-পীড়নের অনেক রোহিঙ্গা দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। তাদের অনেকেই বাংলাদেশে আশ্রয় নেন। বাংলাদেশের কক্সবাজারে বিশ্বের বৃহত্তম শরণার্থী শিবিরে এই মুহূর্তে ১২ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা বসবাস করছেন। তাদের প্রত্যাবাসনের আলোচনায় তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি।মালয়েশিয়ায় বাস করছেন এক লাখ ২৬ হাজার রোহিঙ্গা। এছাড়া মিয়ানমারের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বাস্তুচ্যুত নাগরিকরাও আছেন সেখানে। মিয়ানমার দীর্ঘদিন ধরে রোহিঙ্গাদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তা বা ঐতিহ্যের বিষয়টি অস্বীকার করে আসছে। দেশটির দাবি, রোহিঙ্গা বলা হলেও ওই জনগোষ্ঠী আসলে বাংলাদেশ থেকে আসা অভিবাসীদের বংশধর। তাদের 'রোহিঙ্গা' পরিচয়ের স্বীকৃতি দিতেও রাজি নয় মিয়ানমার। আজ বৃহস্পতিবারও মিয়ানমারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে 'রোহিঙ্গা' শব্দটি দিয়ে ''এমন এক জাতিগত পরিচয়ের মিথ্যা দাবি করা হয়, মিয়ানমারে কখনোই যার অস্তিত্ব ছিল না।'' বিবৃতিতে বিভিন্ন দেশে 'রোহিঙ্গা গণহত্যা স্মরণ দিবস' পালনেরও নিন্দা জানানো হয়। তবে মিয়ানমারের ১৫০০ নাগরিকের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ এখনো কাটেনি। মালয়েশিয়ার যোগাযোগমন্ত্রী ফাহমি ফাজিল বলেছেন, মিয়ানমারের নাগরিকদের এমন কোনো পরিস্থিতিতে ফেরত পাঠানো হবে না ''যেখানে তারা নির্যাতনের শিকার হতে পারেন বা তাদের জীবন হুমকির মুখে পড়তে পারে।'' মানবাধিকার পর্যবেক্ষকদের আশঙ্কা, যেখানে তাদের জাতিগত পরিচয়ই অস্বীকার করা হয়, রোহিঙ্গাদের সেখানে ফেরত পাঠালে নতুন করে নির্যাতন শুরু হতে পারে। গতকাল বুধবার জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের প্রকাশ করা এক প্রতিবেদনেও ছিল সেরকম আশঙ্কার কথা। সেখানে বলা হয়, ''তাদের (রোহিঙ্গা) স্বেচ্ছায়, নিরাপদে, মর্যাদাপূর্ণভাবে এবং টেকসই উপায়ে ফিরে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি এখন নেই।'' (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৩.০৯.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

রোহিঙ্গাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করলো মিয়ানমার

বিদেশে বাস্তুচ্যুত হয়ে থাকা নিজেদের নাগরিকদের 'নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণভাবে' দেশে ফেরানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে মিয়ানমার। তবে একই সঙ্গে দেশটি আবারও রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র জাতিগত পরিচয় ও অস্তিত্ব অস্বীকার করেছে। মালয়েশিয়া থেকে প্রায় ১ হাজার ৫০০ মানুষকে মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর প্রস্তুতির মধ্যে বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে। মিয়ানমারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, বাংলাদেশ ও বন্ধুত্বপূর্ণ দেশগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচাই করা বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের স্বেচ্ছায় 'নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণভাবে' দেশে ফেরার ব্যবস্থা করতে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে একই বিবৃতিতে রোহিঙ্গাদের বিষয়ে নিজেদের আগের অবস্থানও পুনর্ব্যক্ত করেছে মিয়ানমার। দেশটির দাবি, 'রোহিঙ্গা' শব্দটি এমন একটি জাতিগত পরিচয়কে বোঝায়, যার কোনো অস্তিত্ব মিয়ানমারে কখনো ছিল না। বৃহস্পতিবার দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কয়েকটি দেশে পালিত 'রোহিঙ্গা গণহত্যা স্মরণ দিবস'-এরও নিন্দা জানিয়েছে। মালয়েশিয়া ও মিয়ানমারের মধ্যে প্রত্যাবাসন নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে মূলত রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা নিয়ে। জাতিসংঘ ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো আশঙ্কা করছে, মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো হলে

রোহিঙ্গারা আবারও নিপীড়ন ও নির্যাতনের ঝুঁকিতে পড়তে পারেন। গত জুলাইয়ে মালয়েশিয়া জানিয়েছিল, মিয়ানমার ৫ হাজার রোহিঙ্গাকে দেশে ফিরিয়ে নিতে সম্মত হয়েছে। ২০১৭ সাল থেকে মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সহিংস বৈষম্য ও নিপীড়নের অভিযোগ রয়েছে। তবে প্রথম দফায় সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে প্রায় ১ হাজার ৫০০ মিয়ানমারের নাগরিককে স্বেচ্ছায় দেশে ফেরত পাঠানোর কথা জানিয়েছে দুই দেশ। এই দফায় কতজন রোহিঙ্গা থাকবেন, তা এখনো স্পষ্ট নয়। ২০১৭ সালে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর ব্যাপক দমন-পীড়নের পর দেশটি থেকে লাখ লাখ রোহিঙ্গা পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেন। ওই সামরিক অভিযানের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে গণহত্যার মামলা চলছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ১২ লাখের বেশি রোহিঙ্গা বসবাস করছেন। তারা সীমান্তের ওপারে বিশ্বের সবচেয়ে বড় শরণার্থী বসতিগুলোর একটিতে অবস্থান করছেন। মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা হলেও এখন পর্যন্ত তা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পায়নি। মালয়েশিয়াতেও প্রায় ১ লাখ ২৬ হাজার রোহিঙ্গা রয়েছেন। তাদের পাশাপাশি মিয়ানমারের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর আরও বহু বাস্তুচ্যুত নাগরিক দেশটিতে বসবাস করছেন। রোহিঙ্গাদের জাতিগত পরিচয় নিয়ে মিয়ানমারের অবস্থান দীর্ঘদিনের। দেশটি রোহিঙ্গাদের স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না। মিয়ানমারের দাবি, তারা বাংলাদেশ থেকে যাওয়া অভিবাসীদের বংশধর। এ কারণেই দেশটির কর্তৃপক্ষ সাধারণত 'রোহিঙ্গা' শব্দটিও ব্যবহার করতে অস্বীকৃতি জানায়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ রিহাব)

র‍্যাব বিলুপ্ত করে এসআরবি গঠনের বিল সংসদে

র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) বিলুপ্ত করে পুলিশের আওতাধীন 'স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন' (এসআরবি) নামে নতুন একটি বিশেষায়িত ইউনিট গঠনের বিধান রেখে 'স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি) আইন, ২০২৬'-এর বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশনের চতুর্থ দিনে বিলটি সংসদে উত্থাপন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। এ সময় সংসদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন স্পিকারের দায়িত্বে থাকা ভারপ্রাপ্ত স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল। বিলটি উত্থাপনের পর যাচাই-বাছাইয়ের জন্য আগামী ৪ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদনসহ সংসদে ফেরত পাঠাতে বলা হয়। বিলে বলা হয়েছে, দেশের জননিরাপত্তা রক্ষা, সন্ত্রাসবাদ ও সংঘবদ্ধ অপরাধ দমন এবং পুলিশ বাহিনীকে সহায়তার জন্য আধুনিক, পেশাদার, দক্ষ ও জবাবদিহিমূলক একটি বিশেষায়িত ইউনিট প্রয়োজন। একই সঙ্গে ইউনিটটির ক্ষমতা প্রয়োগে স্বচ্ছতা, তদারকি ও কার্যকর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিলের ১ ধারায় বলা হয়, প্রস্তাবিত আইনটি 'স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি) আইন, ২০২৬' নামে অভিহিত হবে। বিলের ৪ ধারায় বলা হয়, 'পুলিশ বাহিনীর আওতাধীন স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি) নামে একটি বিশেষায়িত ইউনিট থাকবে।' সরকার প্রয়োজনের নিরিখে পুলিশ বাহিনী, শৃঙ্খলা বাহিনী এবং নির্ধারিত সংখ্যক কর্মকর্তা, আর্মড পার্সোনেল বা কর্মচারী পদায়ন বা প্রেষণে নিয়োগের মাধ্যমে এই ইউনিট গঠন করবে। ইউনিটের সদর দফতর থাকবে ঢাকায়। এসআরবি'র একজন মহাপরিচালক থাকবেন। তিনি বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত অন্যূন অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। মহাপরিচালক ইউনিটের প্রশাসনিক, আর্থিক ও অপারেশনাল ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। বিলের ১০ ধারায় এসআরবি দায়িত্ব ও কার্যাবলি নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে— 'জননিরাপত্তা রক্ষা', 'সন্ত্রাস ও সংঘবদ্ধ অপরাধ দমন', 'বেআইনি অস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক উদ্ধার' এবং 'মাদক, সাইবার অপরাধ, গুম ও ভূমি দস্যুতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া।' এছাড়া নারী ও শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ, মানবপাচার, অপহরণসহ মানবতাবিরোধী কাজে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, আইনশৃঙ্খলা সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সহায়তা করার দায়িত্বও থাকবে। আদালত, সরকার বা পুলিশ মহাপরিদর্শকের নির্দেশ অনুসারে এসব অপরাধের তদন্তও করতে পারবে ইউনিটটি। বিলের ১২ ধারায় এসআরবিকে কোনো স্থানে প্রবেশ, তল্লাশি, জব্দ ও গ্রেফতারের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তবে এসব ক্ষমতা ফৌজদারি কার্যবিধি ও বিদ্যমান অন্যান্য আইনের বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে প্রয়োগ করতে হবে। ১৩ ধারায় বলা হয়েছে, তল্লাশি, আটক, জব্দ ও গ্রেফতারের ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী তদন্তকারী কর্মকর্তার যে ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলি রয়েছে, পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিচে নন- এমন ইউনিটের কর্মকর্তা তা প্রয়োগ করতে পারবেন। তবে গ্রেফতার বা আলামত জব্দ করার পর তা এসআরবি'র কাছে আটকে রাখা যাবে না। বিলের ১৪ ধারায় বলা হয়েছে, 'গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিকে বা জব্দ করা আলামত অনতিবিলম্বে কাছের থানা কর্তৃপক্ষের হেফাজতে সোপর্দ বা হস্তান্তর করিবেন।' একই সঙ্গে এ বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। আদালত, সরকার বা পুলিশ মহাপরিদর্শক যে কোনো সময় এসআরবি মহাপরিচালককে কোনো ফৌজদারি অপরাধ তদন্তের নির্দেশ দিতে পারবেন। মহাপরিচালক পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর বা তার ঊর্ধ্ব পদমর্যাদার কোনো সদস্যকে তদন্তের দায়িত্ব দিতে পারবেন। তদন্তের সময় ফৌজদারি কার্যবিধি ও সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান অনুসরণ করতে হবে। তদন্তের প্রয়োজনে এসআরবি'র হাজতখানা, মালখানা ও জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষ থাকার কথাও বিলে বলা হয়েছে। বিলের ১৭ ধারায় এসআরবি সদস্যদের বিভিন্ন শৃঙ্খলা লঙ্ঘনের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে কর্তব্যরত অবস্থায় মাতাল বা নেশাগ্রস্ত থাকা, সহকর্মীকে আঘাত বা অসদাচরণ করা, অনুমতি ছাড়া গার্ড, চৌকি বা পেট্রোল ত্যাগ করা, আটক বা গ্রেফতার থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং ঊর্ধ্বতন

কর্মকর্তার আইনসংগত আদেশ অমান্য করা রয়েছে। এছাড়া দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা, অস্ত্র-গোলাবারুদ বা সরঞ্জাম ক্ষতি বা হারানো, অসুস্থতার ভান করা, বলপূর্বক অর্থ আদায়, বেআইনিভাবে জমি দখল, সম্পদ চুরি বা ধ্বংস, অপরাধীকে আটক করতে ব্যর্থ হওয়া এবং জুয়া বা অবৈধ মাদকের সঙ্গে জড়িত থাকাকেও শৃঙ্খলা লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা লঙ্ঘনের অভিযোগ বা আশঙ্কার যৌক্তিক কারণ থাকলে তাকে আটক করার ক্ষমতা রাখা হয়েছে। তবে আটকাদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তাকে দ্রুত ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে এবং আটক সদস্যকে লিখিতভাবে কারণ জানাতে হবে। কোনো সদস্য ১৫ দিনের বেশি আটক থাকলে প্রতি সাতদিন অন্তর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবেদন দিতে হবে। আর 'আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রাথমিক কোনো প্রমাণ না থাকলে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে।' এসআরবি সদস্যদের শৃঙ্খলা লঙ্ঘনের জন্য গুরুদণ্ড ও লঘুদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। গুরুদণ্ড হিসেবে চাকরি থেকে বরখাস্ত, অপসারণ, বাধ্যতামূলক অবসর, চাকরি থেকে অব্যাহতি, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পদাবনতি, পদোন্নতি বন্ধ, সর্বোচ্চ এক বছরের জ্যেষ্ঠতা বা বেতন-ভাতা বাজেয়াপ্ত এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত করার বিধান রয়েছে। লঘুদণ্ড হিসেবে অনূর্ধ্ব এক মাসের বেতনের সমপরিমাণ জরিমানা, তিরস্কার, অনূর্ধ্ব ৩০ দিনের জন্য কোয়ার্টার গার্ডে আটক, অনূর্ধ্ব ৩০ দিনের জন্য ব্যাটালিয়নে আটক রেখে অতিরিক্ত ড্রিল, গার্ড বা অন্য দায়িত্ব এবং দৈনিক দুই ঘণ্টা করে সর্বোচ্চ ১৪ দিনের জন্য শাস্তিমূলক ড্রিলের বিধান রাখা হয়েছে। তবে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে কোনো সদস্যকে এসব শাস্তি দেওয়া যাবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ রিহাব)

পে-স্কেল বাস্তবায়নের ফলে বাজারে আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা নেই

সরকারি কর্মচারীদের পে-স্কেল বাস্তবায়ন করার ফলে বাজারে বৈষম্য বা আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা নেই বলে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর মহাখালীতে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মন্ত্রী একথা জানান। এক প্রশ্নের জবাবে সরকারি কর্মচারীদের পে-স্কেল প্রসঙ্গে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বিগত ১১ বছর তাদের বেতন সমন্বয় করা হয়নি। মূল্যস্ফীতির বাস্তবতায় এটি একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্ত। তাছাড়া পে-স্কেল একবারে নয়, আগামী বছরের জুলাই পর্যন্ত ধাপে ধাপে কার্যকর হবে। ফলে বাজারে বৈষম্য বা আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা নেই। বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) মাধ্যমে মাসে প্রায় ৭৮ লাখ পরিবারকে ভর্তুকি মূল্যে নিত্যপণ্য দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া দুই ঈদে খোলা ট্রাকে পণ্য বিক্রির পাশাপাশি খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়মিত ওএমএস কার্যক্রম চালু রয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ রিহাব)

মানবাধিকার কমিশন ও গুম প্রতিরোধ আইনের খসড়া নিয়ে টিআইবির উদ্বেগ

জাতীয় সংসদের সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির পর্যালোচনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিল ২০২৬ এবং গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিল ২০২৬-এ কয়েকটি ইতিবাচক সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়। অথচ গুমসহ গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত তদন্ত, বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের স্বাধীন তদন্তের ক্ষমতা নিয়ে মৌলিক ঘাটতি রয়েই গেছে। বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ মন্তব্য করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। কার্যকর মানবাধিকার কমিশন না থাকা ও গুম প্রতিরোধের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো না থাকায় দীর্ঘদিন বহুমাত্রিক নির্মম মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে দেশে। ওইসব তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে বিল দুটি চূড়ান্ত পাসের আগে গুরুত্বপূর্ণ সব ধারা নিয়ে সংসদে সরকারি ও বিরোধীদলের সদস্যের অর্থবহ আলোচনার আহ্বান জানিয়েছে টিআইবি। বিবৃতিতে সংস্থাটি বলছে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিলে আদিবাসী বা সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের বাধ্যবাধকতা, ঋণখেলাপি ব্যক্তিকে কমিশনার হওয়ার অযোগ্য করা, সামরিক ছাড়া অন্য আটককেন্দ্র পরিদর্শনে পূর্বানুমোদনের শর্ত বাদ দেওয়া ইত্যাদি কতিপয় সুপারিশ ইতিবাচক। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ রিহাব)

১৩৫৪ শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিও সংশোধন, পদোন্নতি ২৯৫ জনের

দেশের বেসরকারি স্কুল-কলেজে কর্মরত এক হাজার ৩৫৪ শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিও সংশোধন করা হয়েছে। পাশাপাশি পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে কলেজ পর্যায়ের ২৯৫ শিক্ষককে। বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) মাউশির এমপিও কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভার তথ্যানুযায়ী, এমপিও সংশোধন হওয়া এক হাজার ৩৫৪ জনের মধ্যে স্কুলের এক হাজার ১৯১ এবং কলেজের ১৬৩ জন শিক্ষক-কর্মচারী। স্কুল পর্যায়ে এমপিও সংশোধন হওয়া শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে বরিশাল অঞ্চলের ৪২, চট্টগ্রামের ৪২, কুমিল্লার ৯৭, ঢাকার ১৩৩, খুলনার ৯৮, ময়মনসিংহের ২৮০, রাজশাহীর ১৯৬, রংপুরের ২৮৭ ও সিলেটের ১২ জন। এছাড়া অফলাইনে আবেদনকারীদের মধ্যে চারজনের এমপিও সংশোধন হয়েছে। কলেজের ১৬৩ জন শিক্ষক-কর্মচারীর মধ্যে বরিশাল অঞ্চলের ২৬, চট্টগ্রামের ১৩, কুমিল্লার ১৩, ঢাকার ২১, খুলনার ২৩, ময়মনসিংহের ৩, রাজশাহীর ৪৫, রংপুরের ১৩ ও সিলেটের ৬ জন রয়েছেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ রিহাব)

ভূমিকম্পের ক্ষতি মোকাবিলায় ১ লাখ স্বেচ্ছাসেবক প্রস্তুত করছে সরকার

বাংলাদেশ ভূমিকম্পের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। ভূমিকম্প আসার আগেই প্রস্তুত হতে হবে, যাতে দ্রুত উদ্ধার অভিযান পরিচালনা ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো যায়। সে জন্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় মন্ত্রণালয় এক লাখ স্বেচ্ছাসেবক প্রস্তুত করছে। বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে 'ভূমিকম্পজনিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্বেচ্ছাসেবক গঠনের লক্ষ্যে দুদিনব্যাপী প্রশিক্ষণের' উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু এ কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। দুর্যোগের দুর্ভোগ প্রশমনে সরকার নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছে। বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এম ইকবাল হোসেইন বলেন, প্রশিক্ষণ ব্যক্তিকে পারঙ্গম করে, পরিণত করে, পরিপূর্ণ করে। প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবীরা সুযোগ পাওয়া মাত্রই মানবতার সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়বেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক রেজওয়ানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ রিহাব)

নেপালের বন্যা-ভূমিধসে ১০ লাখ ডলার অনুদান বাংলাদেশের

উত্তর নেপালে আকস্মিক ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ, পুনরুদ্ধার ও মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে সমর্থন দিতে ১০ লাখ মার্কিন ডলার (প্রায় ১২ কোটি ৩০ লাখ টাকা) অনুদান দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় ঢাকায় নিযুক্ত নেপালের রাষ্ট্রদূত ঘনশ্যাম ভান্ডারির কাছে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের লেখা একটি চিঠি হস্তান্তর করেন পররাষ্ট্রবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির। এ সময় তিনি বাংলাদেশ সরকারের অনুদানের বিষয়টি জানান। চিঠিটি নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহর উদ্দেশে লেখা হয়েছে। অনুদানের অর্থ নেপাল সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দুর্যোগ ত্রাণ তহবিলে দেওয়া হবে। নেপালে সংঘটিত ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতিতে শোক প্রকাশ করে গত ২৭ আগস্ট বাংলাদেশ জাতীয় সংসদও একটি শোক প্রস্তাব গ্রহণ করে। এরআগে গত ১ সেপ্টেম্বর ঢাকায় নেপাল দূতাবাসে খোলা শোকবইয়ে সই করেন পররাষ্ট্রবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ রিহাব)

নিত্যপণ্যের দাম সহনীয় রাখতে সরকার নানা পদক্ষেপ নিয়েছে

দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। তিনি বলেন, এ লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাজার পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যালোচনা ও মনিটরিং করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) জাতীয় সংসদে সংসদ সদস্য রোকেয়া বেগমের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, জেলা পর্যায়ে গঠিত বিশেষ টাস্কফোর্স এবং জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে নিয়মিত বাজার তদারকি ও অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি, মজুতদারি, অযৌক্তিক মূল্যবৃদ্ধি ও অন্যান্য অনিয়মের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে আমদানি সহজীকরণ, প্রয়োজন অনুযায়ী শুল্ক ও করসংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ব্যবসায়ী ও আমদানিকারকদের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে বাজারে পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ রিহাব)

যুক্তরাষ্ট্রকে পেছনে ফেলে রেমিট্যান্সের শীর্ষে আবার সৌদি আরব

সদ্যসমাপ্ত ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশে প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স এসেছে ৩৫ হাজার ৫৮৯ দশমিক ৩৯ মিলিয়ন (৩ হাজার ৫৫৮ কোটি ৯৩ লাখ) মার্কিন ডলার। যা আগের বছরের তুলনায় ৫ হাজার ২৬০ দশমিক ৫৮ মিলিয়ন (৫২৬ কোটি ৫৮ লাখ) ডলার বেশি। বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) জাতীয় সংসদে এ তথ্য জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী নূরুল হক। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশনের চতুর্থ দিনের বৈঠকে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরীর পক্ষে সংরক্ষিত আসন-১০-এর সংসদ সদস্য নিলোফার চৌধুরী মনির তারকাচিহ্নিত প্রশ্নের লিখিত জবাবে প্রতিমন্ত্রী এ তথ্য জানান। সংসদে উপস্থাপিত তথ্যানুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে একক দেশ হিসেবে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স এসেছে সৌদি আরব থেকে। দেশটি থেকে প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন ৫ হাজার ৮৪৮ দশমিক ৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর আগের অর্থবছরে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স পাঠানোর শীর্ষে ছিল যুক্তরাষ্ট্র, যার পরিমাণ ছিল ৪ হাজার ৭৩৩ দশমিক ১৩ মিলিয়ন ডলার। তবে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দেশটি থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ১৩ দশমিক ১৫ মিলিয়ন ডলারে, যা শীর্ষ তালিকার পঞ্চম স্থানে নেমে গেছে। প্রতিমন্ত্রী নূরুল হক আরও জানান, আলোচ্য ২০২৫-২৬ অর্থবছরে যুক্তরাজ্য থেকে রেমিট্যান্স এসেছে ৫ হাজার ৭১ দশমিক ৯৯ মিলিয়ন ডলার এবং মালয়েশিয়া থেকে এসেছে ৩ হাজার ৪০৩ দশমিক ৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ রিহাব)

সাবেক রেলমন্ত্রী মুজিবুল হকের ২৮৪ শতক জমি, দুই জিপ জব্দের আদেশ

জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলায় সাবেক রেলমন্ত্রী মুজিবুল হকের কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে থাকা ২৮৪ শতক জমি ও দুটি জিপ জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তার নামে থাকা ছয়টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জজ শাহজাহান কবির শুনানি শেষে এসব আদেশ

দেন। আদালতে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সহকারী পরিচালক পাপন কুমার সাহা এ বিষয়ে আবেদন করেন। আবেদনে বলা হয়, মুজিবুল হক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় ক্ষমতার অপব্যবহার করে অসৎ উদ্দেশ্যে অন্যদের সঙ্গে যোগসাজশে ৭ কোটি ৩৯ লাখ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন। এ অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে এবং সেটি তদন্তের জন্য কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। দুদকের আবেদনে আরও বলা হয়, তদন্তের সময় সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা করে মুজিবুল হকের নামে ও তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ অন্যত্র হস্তান্তর, স্থানান্তর কিংবা বেহাত করার চেষ্টার তথ্য পাওয়া গেছে। মামলা নিষ্পত্তির আগে এসব সম্পদ সরিয়ে ফেলা হলে তদন্ত ও মামলার স্বার্থে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ রিহাব)

সাবেক এমপি প্রিন্সের ১৪ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ, জব্দ ১৪ একর জমি ও ২ গাড়ি

দুর্নীতির মামলায় পাবনা-৫ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) গোলাম ফারুক খন্দকার প্রিন্সের সম্পদে আদালতের নিষেধাজ্ঞা এসেছে। তার নামে পাবনায় থাকা প্রায় ১৪ একর জমি ও দুটি গাড়ি জব্দের পাশাপাশি ১৪টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জজ শাহজাহান কবির এ আদেশ দেন। দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, আদালতের আদেশের আওতায় আসা জমির পরিমাণ ১৩ দশমিক ৯৯ একর। এসব জমির দলিলমূল্য দেখানো হয়েছে ১ কোটি ৭৬ লাখ ৬৪ হাজার টাকা। অন্যদিকে অবরুদ্ধ ১৪টি ব্যাংক হিসাবে রয়েছে ৭৪ লাখ ১০ হাজার ৪৯৫ টাকা। তবে জব্দের আদেশ দেওয়া দুটি গাড়ির মূল্য দুদকের আবেদনে উল্লেখ করা হয়নি। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দুদকের সহকারী পরিচালক পাপন কুমার সাহা প্রিন্সের জমি ও গাড়ি জব্দ এবং ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার আবেদন করেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ রিহাব)

২৭৬ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে শেখ হাসিনা-রেহানার নামে দুদকের মামলা

ট্রাস্টের নামে ২৭৬ কোটি ৩৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা সংগ্রহ ও আত্মসাতের অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার বোন শেখ রেহানার বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বিভিন্ন ব্যাংকের করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা ফান্ড (সিএসআর) থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের নামে এই টাকা সংগ্রহ করা হয়। মামলায় বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকসের (বিএবি) সাবেক সভাপতি ও এক্সিম ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান মো. নজরুল ইসলাম মজুমদারকেও আসামি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) দুদকের সহকারী পরিচালক মো. ইসমাইল হোসেন বাদী হয়ে ঢাকার সমন্বিত জেলা কার্যালয়-১-এ মামলা করেন। পরে দুদক সচিব মো. সাইদুর রহমান খান বিষয়টি সাংবাদিকদের জানান। মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহার ও অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের মাধ্যমে ৪১টি ব্যাংকের সিএসআর ফান্ড থেকে মোট ২৭৬ কোটি ৩৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট'-এর অনুকূলে সংগ্রহ করেন। এতে রাষ্ট্রের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে দুদক। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ রিহাব)

বিচারবহির্ভূত হত্যা ও মিথ্যা মামলা বন্ধে পুলিশকে রাষ্ট্রপতির নির্দেশ

দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ দমনে পুলিশ বাহিনীকে সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) বঙ্গভবনে আইজিপি মো. আলী হোসেন ফকির রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে এলে রাষ্ট্রপতি এ আহ্বান জানান। সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় জরুরি ভিত্তিতে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের নির্দেশনা দেন। এছাড়া অপতথ্য, মিথ্যা তথ্য ও গুজব প্রচারসহ সাইবার অপরাধ, ছিনতাই, চাঁদাবাজি ও মাদকের বিস্তার দমন এবং নারী ও শিশুর নিরাপত্তা বিধানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ প্রধানকে নির্দেশ দেন। এ ব্যাপারে জনগণকে নিয়মিত অবহিত রাখা ও ব্যাপক প্রচারণার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। এসময় বর্তমান সরকার মানুষের মৌলিক মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার সমুন্নত রাখতে কাজ করে যাচ্ছে উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বিচারবহির্ভূত হত্যা, জনগণকে হয়রানি ও মিথ্যা মামলা বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখার জন্য পুলিশকে নির্দেশনা দেন। সাক্ষাৎকালে আইজিপি রাষ্ট্রপতিকে পুলিশ বাহিনীর মনোবল দৃঢ় রাখতে এবং বাহিনীর আধুনিকায়ন ও ডিজিটালাইজেশনে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন। তিনি দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতির সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। রাষ্ট্রপতি সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এসময় রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব ও প্রেস সচিব উপস্থিত ছিলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ রিহাব)

২০২৫ সালের তুলনায় দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

২০২৫ সালের তুলনায় দেশের বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনেক ভালো বলে দাবি করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, পুলিশের কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষিত অপরাধচিত্রের পরিসংখ্যান ও জেলাভিত্তিক সমন্বিত তথ্য বিশ্লেষণ করেই এ মূল্যায়ন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সাম্প্রতিক সময়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, খুন, অপহরণ, ধর্ষণ, অস্ত্র মামলা, নারী নির্যাতনসহ বিভিন্ন অপরাধের মাসিক পরিসংখ্যান পুলিশ সদর দপ্তরে কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ ও নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। এসব তথ্যের সঙ্গে আগের বছরের পরিসংখ্যান তুলনা করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ২০২৫ সালের তুলনায় আমাদের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনেক ভালো, সংখ্যা দিয়ে দেখিয়েছি। এটা হচ্ছে আমাদের সরকারি সূত্র। আপনারা চাইলে যাচাই করতে পারেন। অন্য কোনো সরকারি কর্মকর্তা বা উপদেষ্টার বক্তব্যের সঙ্গে পুলিশের তথ্যের বিরোধ তৈরি না করার আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, কারও কাছে ভিন্ন কোনো পরিসংখ্যান থাকলে তা যাচাইয়ের জন্য পুলিশকে দিতে হবে। শিশু নিখোঁজের জিডি ১৫ হাজারের মতো হয়েছে এবং আগের সময়ের তুলনায় তা বেড়েছে সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওই তথ্যের সূত্র জানতে চান। তিনি বলেন, সেই কাগজটা আমাদের দেন, তথ্যটা আমরা একটু যাচাই করে দেখি। আমাদের সূত্র এটা নয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ রিহাব)

জ্বালানি আমদানিতে ব্যয় বাড়তে পারে ৩৫ হাজার কোটি টাকা

আন্তর্জাতিক বাজারে তেল, গ্যাস ও কয়লার দাম বর্তমান পর্যায়ে থাকলে ২০২৬ সালে বাংলাদেশের জ্বালানি খাতে আমদানি ব্যয় গত বছরের (২০২৫ সালের) তুলনায় সর্বোচ্চ ২৮০ কোটি মার্কিন ডলার বা প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকা বাড়তে পারে। এতে দেশের বাণিজ্য ঘাটতি, মূল্যস্ফীতি ও টাকার ওপর চাপ আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। মূলত এলএনজি আমদানি নির্ভরতার কারণে এ সংকট ঘনীভূত হয়েছে। আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা জিরো কার্বন অ্যানালিটিকস (জেডসিএ)-এর এক বিশ্লেষণে এ তথ্য উঠে এসেছে। বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত সংস্থাটির হিসাবে, চলতি বছর জীবাশ্ম জ্বালানি আমদানি ব্যয় ২০২৫ সালের তুলনায় প্রায় ৩০ শতাংশ বেশি হতে পারে। বাড়তি এই ব্যয় বাংলাদেশের মোট বাণিজ্য ঘাটতির প্রায় ১০ শতাংশের সমান। জেডসিএ বলছে, জ্বালানির বর্তমান দাম অব্যাহত থাকলে আমদানি ব্যয় মেটানোর সক্ষমতা কমে বাংলাদেশের আমদানি কভার ৫ দশমিক ৭ মাস থেকে ৫ দশমিক ২ মাসে নেমে আসতে পারে। সংস্থাটির বিশ্লেষণে আরও বলা হয়েছে, ২০২৬ সালে জীবাশ্ম জ্বালানি আমদানিতে অতিরিক্ত যে অর্থ ব্যয় হতে পারে, তা দিয়ে প্রায় ৮ গিগাওয়াট ছাদভিত্তিক সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন করা সম্ভব। এই পরিমাণ সৌরবিদ্যুৎ দেশের বর্তমান প্রায় ৩২ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতার সঙ্গে আরও প্রায় ২৫ শতাংশ সক্ষমতা যোগ করতে পারে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ রিহাব)

ট্রাইব্যুনালে নাশকতা করার প্রক্রিয়া থাকতে পারে বলে গোপন তথ্য আছে

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে নাশকতা করার প্রক্রিয়া থাকতে পারে বলে গোপন তথ্য থাকার কথা জানিয়েছেন চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম। বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) নিজ কার্যালয়ে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এ তথ্য জানান। চিফ প্রসিকিউটর বলেন, 'আমাদের ট্রাইব্যুনালের নিরাপত্তা আগের চেয়ে বৃদ্ধি করা হয়েছে। যখনই প্রভাবশালী আসামিদের বিরুদ্ধে বিচার প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে যাচ্ছে অথবা রায় অপেক্ষমাণ আছে, ঠিক সেই মুহূর্তে এখানে স্যাবোটাজ (নাশকতা) করার একটা প্রক্রিয়া থাকতে পারে বলে আমাদের কাছে কিছু গোপন তথ্য আছে।' আমিনুল ইসলাম জানান, ট্রাইব্যুনালের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করার জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যারা কাজ করেন তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারাই এ কার্যক্রম দেখছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ রিহাব)

সংখ্যালঘু কিংবা সংখ্যাগুরু নয়, সবাইকে নিজেদের বাংলাদেশি ভাবতে হবে

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, সংখ্যালঘু কিংবা সংখ্যাগুরু নয়, সবাইকে নিজেদের বাংলাদেশি ভাবতে হবে। রাষ্ট্র ও সমাজে দল, মত, ধর্ম, বর্ণ ও পরিচয় যেন মানুষের মধ্যে বিভেদ-বৈষম্য সৃষ্টির কারণ না হয়, সেজন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান তিনি। বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) সকালে শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে সনাতন ধর্মাবলম্বী বিশিষ্টজনদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে পুরোহিত ও সেবাইতদের মধ্যে সম্মানী বিতরণ করা হয়। হিন্দু ধর্মীয় শাস্ত্রমতে, কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে সনাতন ধর্মের প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। সনাতন ধর্মমতে, হিন্দু ধর্মের অবতার শ্রীকৃষ্ণ প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে মথুরায় এমন একসময় জন্মগ্রহণ করেন, যখন সেখানকার শাসক ছিলেন নিষ্ঠুর, দুষ্টপ্রকৃতির, অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী 'কংস'। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পর কংসের পতন ঘটে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই ছিল শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম ব্রত। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশেও গণতন্ত্রকামী জনগণের সব অধিকার কেড়ে নিয়ে 'কংসের' মতো এক নিষ্ঠুর শাসক জনগণের কাঁধে চেপে বসেছিল। দীর্ঘ দেড় দশকের বেশি সময় পর দল, মত, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে দেশের গণতন্ত্রকামী জনগণ হাজারো প্রাণের বিনিময়ে 'কংসরূপী' সেই ফ্যাসিস্টদের পতন ঘটিয়েছে। বাংলাদেশে আবারও গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, ভঙ্গুর অর্থনীতি, বিভাজিত প্রশাসন এবং অবনতিশীল আইনশৃঙ্খলার উন্নতি ঘটিয়ে এবার দেশ পুনর্গঠনের পালা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটি রাষ্ট্র ও সমাজে বিভিন্ন ধর্ম ও মতের মানুষের সম্মিলন থাকে। এটিই বৈচিত্র্যময় সমাজের সৌন্দর্য। আজকের এই অনুষ্ঠানে যারা 'সংখ্যালঘু' কিংবা 'সংখ্যাগুরু' হিসেবে বিবেচিত, ইউরোপ কিংবা আমেরিকা সফরে গেলে আমরা সবাই কিন্তু কথিত 'সংখ্যালঘু'। সুতরাং বর্তমান গ্লোবাল ভিলেজে 'সংখ্যালঘু' কিংবা 'সংখ্যাগুরু'—এসব পরিচয় কোনো মুখ্য বিষয় নয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ রিহাব)

ইস্টার্ন রিফাইনারি আধুনিকায়নে ১ বিলিয়ন ডলারের সহায়তা চুক্তি সই

দেশের জ্বালানি তেল পরিশোধনের সক্ষমতা তিনগুণ বাড়াতে ইস্টার্ন রিফাইনারির দ্বিতীয় ইউনিট স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ প্রকল্পে অর্থায়নে এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা দিচ্ছে ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (আইডিবি)। এ লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে এ সংক্রান্ত একটি চুক্তি সই হয়েছে। এসময় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) গ্রুপের চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ আল জাসের উপস্থিতিতে ইস্টার্ন রিফাইনারি আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়নের চুক্তি সই হয়। প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি মোস্তফা জুলফিকার হাসান এ তথ্য জানিয়েছেন। চুক্তির আওতায় ইস্টার্ন রিফাইনারির আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দেশের জ্বালানি খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ রিহাব)

শেখ হাসিনাসহ পলাতক ৩০ আসামিকে আত্মসমর্পণে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ

শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশে হত্যাকাণ্ডে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনাসহ পলাতক ৩০ আসামিকে আত্মসমর্পণের জন্য নির্দেশনা দিয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। একই সঙ্গে, ২০১৩ সালের ৫ মে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশে হত্যাকাণ্ডে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় হাসিনাসহ ৪১ জনের বিরুদ্ধে শুনানির জন্য আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর পরবর্তী দিন ঠিক করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এ সংক্রান্ত বিশেষ শুনানি নিয়ে বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এ আদেশ দেন। এর আগে, গত ১৬ আগস্ট এ সংক্রান্ত বিষয়ে শুনানি নিয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আজকের দিন (বৃহস্পতিবার) শুনানির জন্য আদেশ দেন। তারই ধারাবাহিকতায় আজ শুনানি হয়। এর আগে, সকালে এই মামলায় গ্রেফতার হওয়া ১০ আসামিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছিল।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ রিহাব)

যাত্রীবিহীন উড়োজাহাজে তল্লাশি, সিটের নিচে মিললো ২০ কোটি টাকার সোনা

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফ্লাই দুবাইয়ের একটি উড়োজাহাজের সিটের নিচ থেকে ৮০টি সোনার বার উদ্ধার করেছে কাস্টমস হাউস। উদ্ধার করা সোনার মোট ওজন প্রায় ৯.৩৩ কেজি। কাস্টমসের হিসাবে এসব সোনার বারের বাজারমূল্য প্রায় ২০ কোটি টাকা। বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। সংস্থাটি জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ২ সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে ৯টার দিকে তারা জানতে পারে ওই দিন রাত ৯টা ২০ মিনিটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করা ফ্লাই দুবাইয়ের এফজেড-৫২৩ ফ্লাইটে সোনা চোরাচালান হয়েছে। ঢাকার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাৎক্ষণিকভাবে উড়োজাহাজটিতে বিশেষ তল্লাশি চালানোর জন্য উপস্থিত হন। এসময় উড়োজাহাজটি যাত্রীবিহীন অবস্থায় পাওয়া যায়। পরে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের উপস্থিতিতে রাত ৯টা ৪০ মিনিটে উড়োজাহাজটিতে তল্লাশি চালানো হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ রিহাব)

চট্টগ্রামে নিজ বাসায় মিললো বাংলাদেশ ব্যাংকের যুগ্ম পরিচালকের মরদেহ

চট্টগ্রাম নগরের হালিশহরে নিজ বাসা থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের যুগ্ম পরিচালক মোহাম্মদ ছায়েদুর রহমানের (৫৫) ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) রাত ৯টার দিকে উত্তর আগ্রাবাদের রমনা আবাসিক এলাকার বাসা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। বৃহস্পতিবার সকালে ওই কর্মকর্তার সহকর্মীরা জানান, বুধবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ছায়েদুর রহমান কর্মস্থলে সহকর্মীদের সঙ্গে একটি সভায় ছিলেন। তখন তাকে স্বাভাবিক ও হাসিখুশি দেখা গেছে। প্রায় দুই বছর আগে তিনি যুগ্ম পরিচালক পদে পদোন্নতি পান। সহকর্মীদের সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সন্ধ্যায় ছায়েদুর রহমানের স্ত্রী নাতিকে নিয়ে চিকিৎসকের কাছে যান। এসময় স্ত্রীকে দ্রুত বাসায় ফিরতে বলেন ছায়েদুর। পরে স্ত্রী বাসায় ফিরে তার ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পান। খবর পেয়ে হালিশহর থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। ছায়েদুর রহমানের তিন মেয়ে। বড় মেয়ে প্রকৌশলী এবং ছোট মেয়ে এমবিবিএস পড়ছেন। তারা দুজনই ঢাকায় থাকেন। মেজো মেয়ে চিকিৎসক এবং চট্টগ্রামের একটি বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত। হালিশহর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জয়েনাল আবেদিন মণ্ডল বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করেছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। বিস্তারিত তথ্য পরে জানানো হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ রিহাব)

মিয়ানমারে পাচারের সময় ১১ টন সারসহ ৩ জন আটক

চট্টগ্রামের হালিশহরে মিয়ানমারে পাচারের সময় ১১ হাজার কেজি রাসায়নিক সারসহ তিন পাচারকারীকে আটক করেছে কোস্টগার্ড। এসময় পাচারকাজে ব্যবহৃত একটি ট্রাকও জব্দ করা হয়। বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) সকালে কোস্টগার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন বিষয়টি জানান। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) ভোর ৪টার দিকে হালিশহর থানাধীন দবিরখাল এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব সার ও ট্রাক জব্দ করা হয়। সাব্বির আলম বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কোস্টগার্ড বেইস চট্টগ্রামের একটি দল দবিরখাল এলাকায় বিশেষ অভিযান

পরিচালনা করে। এসময় মিয়ানমারে পাচারের উদ্দেশ্যে ট্রাক থেকে ফিশিং বোটে সার স্থানান্তর করছিল পাচারকারীরা। তখন তাদের আটক করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ রিহাব)

১৫ সেপ্টেম্বরের পর বিদ্যুৎ-জ্বালানির উন্নতির আশা প্রতিমন্ত্রীর

আগামী ১৫ সেপ্টেম্বরের পর বিদ্যুৎ ও জ্বালানি পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে বলে আসার কথা জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত। বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেন, 'বর্তমান বিদ্যুৎ ও জ্বালানি পরিস্থিতির কারণে মানুষের যে কষ্ট হচ্ছে, এই কষ্টের কারণে আমরা সমব্যথী। সে কারণে সরকারের পক্ষ থেকে আমরা তাদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি। কিন্তু আমি অত্যন্ত আশাবাদী যে, ইনশা আল্লাহ আমরা এই মাসের আর কিছুদিন পরই বিদ্যুৎ ও জ্বালানি পরিস্থিতির একটা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি আমরা লক্ষ্য করবো বলে আশা করছি।' তিনি বলেন, 'কারণ আপনারা জানেন, এফএসআরইউ (ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল) যেটি আমাদের দুটো এফএসআরইউ, তার মধ্যে একটি যে গত ২১ জুলাই নষ্ট হয়ে গেল, সেটি ১৫ আগস্ট ঠিক হয়ে যাওয়ার পরও সরবরাহ ব্যবস্থা এখনো পুরোপুরি স্বাভাবিক করতে পারিনি। কারণ আমাদের যে কার্গোগুলো আমদানি করতে হয়, সেগুলো রিসিডিউল করতে হয়েছিল। এখন পর্যন্ত ৮৮ শতাংশ সরবরাহ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করতে পারলেও বাকি ১২ শতাংশ আমরা এখনো করতে পারিনি। আশা করছি, ইনশা আল্লাহ আমরা দ্রুত এটা করে ফেলব।' প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'সে ক্ষেত্রে মনে করছি, যেটা জাতীয় সংসদে আমি বলেছি যে, আমরা আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে ইনশা আল্লাহ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ পরিস্থিতির একটা উল্লেখযোগ্য উন্নতি আমরা লক্ষ্য করব।' বর্তমান বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিস্থিতি তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'এই মুহূর্তে আমাদের পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের একটি ইউনিট রক্ষণাবেক্ষণের কারণে বন্ধ রয়েছে এবং রামপালের একটি ইউনিটে এখানে পূর্ণ সক্ষমতায় চলছে না। কারণ তাদের যে কয়লা আসার কথা ছিল, সে লাইটারেজ অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরে আছে কিন্তু লাইটারেজ করে আপনারা জানেন মোংলাতে আনতে হয়। বঙ্গোপসাগরের সমুদ্রটা এই মুহূর্তে কিছুটা অশান্ত, সে কারণে এটা লাইটারেজ করা যাচ্ছে না।' (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ রিহাব)

গণভোটের রায় উপেক্ষা করা বিএনপির সুস্পষ্ট রাজনৈতিক প্রতারণা

গণভোটের রায় উপেক্ষা করে দেশ পরিচালনা বিএনপির সুস্পষ্ট রাজনৈতিক প্রতারণা বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ শাহজাহান। তিনি বলেন, জনগণের মতামত ও গণরায় কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যাবে না। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটিয়ে গণভোটের রায় অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে। বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে চট্টগ্রাম মহানগরী জামায়াতের কার্যালয়ে ১১ দলীয় ঐক্যের সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মুহাম্মদ শাহজাহান বলেন, জনগণের ন্যায্য দাবি আদায়, রাষ্ট্রীয় সংস্কার, গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত এবং ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর ১১ দলীয় ঐক্যের উদ্যোগে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম লংমার্চ অনুষ্ঠিত হবে। এর সমাপনী কর্মসূচি হিসেবে ওইদিন বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটে চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক লালদিঘী ময়দানে সমাবেশ হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ রিহাব)

প্রযুক্তির হাত ধরে ছাত্রদলের রাজনীতি এগিয়ে নেওয়ার বার্তা রিজভীর

প্রযুক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত না হলে তারা পিছিয়ে পড়বে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মকে শিক্ষা ও একাডেমিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ উদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শুধু সংগঠন-সম্পর্কিত তথ্যই নয়, বিশ্ব রাজনীতি, দেশীয় রাজনীতি ও বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কেও জানতে পারবে। বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারম্যান কার্যালয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের উদ্বোধন এবং চারটি তথ্যবহুল বুকলেট বিতরণ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। রিজভী বলেন, প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের যুক্ত থাকা জরুরি। তা না হলে তারা প্রযুক্তিগত দিক থেকে পিছিয়ে পড়বে। ছাত্রদলের এ ডিজিটাল উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের তথ্য ও জ্ঞানভিত্তিক কার্যক্রমে আরও সম্পৃক্ত করবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ রিহাব)

ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি কোনো স্লোগান নয়, একটি পরিকল্পনা

সরকার ২০৩৪ সালের মধ্যে এক ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েছে। এটি কোনো স্লোগান নয়, বরং একটি পরিকল্পনা বলে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেডের (ইআরএল) আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পে ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকের (আইডিবি) অর্থায়ন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি মোস্তফা জুলফিকার হাসান এ তথ্য জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আজ আমরা একটি মাইলফলক উদযাপন করছি। আমরা ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেডের

আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণের জন্য অর্থায়ন চুক্তি স্বাক্ষর করছি। এটি শুধু একটি লেনদেন নয়। এটি একটি বার্তা যে, ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক বাংলাদেশের ওপর আস্থা রাখে।' তিনি এ চুক্তি বাস্তবায়নে কাজ করা অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, ইআরএল এবং ঢাকায় আইডিবির আঞ্চলিক হাবের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, তাদের কঠোর পরিশ্রমেই এই চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। আইডিবির চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ সুলায়মান আল জাসেরের বাংলাদেশ সফরকে স্বাগত জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ তাকে ও তার পদকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেয়। বাংলাদেশে আসার জন্য তিনি ড. আল জাসেরের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানান। ড. আল জাসের আইডিবির চেয়ারম্যান পুনর্নির্বাচিত হওয়ায় অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত পাঁচ বছরে তার দূরদর্শী নেতৃত্বে ব্যাংকটি সদস্য দেশগুলো ও মুসলিম উম্মাহর জন্য গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে। তার দ্বিতীয় মেয়াদে আরও বড় অর্জন হবে বলে বাংলাদেশ আত্মবিশ্বাসী। এ লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আইডিবির সঙ্গে পাশাপাশি কাজ করার প্রত্যাশার কথাও জানান প্রধানমন্ত্রী। তারেক রহমান বলেন, কয়েক দশক ধরে আইডিবি বাংলাদেশের পাশে রয়েছে। বাংলাদেশ এই ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হতে পেরে গর্বিত। এই সদস্যপদ শুধু অর্থায়নের বিষয় নয়; এর ভিত্তি হলো আস্থা, সংহতি ও মুসলিম উম্মাহর সদস্য হিসেবে অভিন্ন লক্ষ্য। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে নতুন সরকার এসেছে এবং নতুন দিকনির্দেশনা তৈরি হয়েছে। 'আমাদের লক্ষ্য ২০৩৪ সালের মধ্যে এক ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি গড়ে তোলা। এটি কোনো স্লোগান নয়। এটি একটি পরিকল্পনা। রপ্তানি, বিনিয়োগ ও আর্থিক শৃঙ্খলার মাধ্যমে এই দশকে আমাদের অর্থনীতির আকার দ্বিগুণ করতে চাই আমরা,' বলেন তিনি। বাংলাদেশকে এ অঞ্চলের উৎপাদন কেন্দ্র ও প্রবেশদ্বারে পরিণত করার লক্ষ্য তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পোশাকখাত বাংলাদেশের প্রথম প্রবৃদ্ধির গল্প তৈরি করেছে। এখন ইলেকট্রনিকস, ওষুধ, হালকা প্রকৌশল ও সবুজ শিল্প পরবর্তী প্রবৃদ্ধির গল্প তৈরি করবে। তিনি বলেন, সরকার এমন কারখানা চায়, যেগুলো কর্মসংস্থান তৈরি করবে এবং এমন কর্মসংস্থান চায়, যা মানুষের মর্যাদা তৈরি করবে। তারেক রহমান জানান, সরকার ফ্যামিলি কার্ড ও কৃষক কার্ড চালু করেছে এবং হেলথ কার্ডের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। এসব উদ্যোগের মাধ্যমে নাগরিকদের সরাসরি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সামনে ক্রমবর্ধমান জটিল চ্যালেঞ্জের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা ও সংঘাত, বৈশ্বিক সরবরাহব্যবস্থায় বিঘ্ন, জ্বালানি ও খাদ্যনিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রযুক্তিগত রূপান্তর এবং উন্নয়ন অর্থায়নের ব্যয় বৃদ্ধির কারণে উন্নয়নশীল অর্থনীতির ওপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি হচ্ছে। তিনি বলেন, কোনো দেশ একা এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারে না। এখন অংশীদারত্ব আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ-আইডিবি সহযোগিতায় নতুন পদ্ধতি গড়ে তোলার প্রত্যাশা জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এই সহযোগিতা হবে আরও উদ্ভাবনী, সাড়া প্রদানকারী, ফলাফলভিত্তিক ও বাংলাদেশের পরিবর্তিত উন্নয়ন অগ্রাধিকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ রিহাব)

তিন বছরে বন্ধ চার শতাধিক পোশাক কারখানা: সংসদে বাণিজ্যমন্ত্রী

২০২৩ সালের জুলাই থেকে ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত ৩ বছরে চার শতাধিক পোশাক কারখানা বন্ধ হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। বন্ধ হওয়া এসব কারখানার মধ্যে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সদস্য ২৮২টি এবং বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সদস্য ১২৩টি কারখানা রয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) জাতীয় সংসদ অধিবেশনে প্রশ্ন উত্তর পর্বে সংসদ সদস্য (এমপি) মো. রুহুল আমিনের এক প্রশ্নের উত্তরে বাণিজ্যমন্ত্রী এ কথা জানান। স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। সংসদ সদস্য মো. রুহুল আমিন প্রশ্ন রেখে বলেন, বাংলাদেশে বর্তমানে কতগুলো তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে, সেগুলোর নামের তালিকা কী; বন্ধ হবার কারণ কী এবং তৈরি পোশাক খাতের উন্নয়নে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কিনা, হলে তা কী? জবাবে খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, ২০২৩ সালের জুলাই থেকে ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত ৩ বছরে বিজিএমইএ'র সদস্য ২৮২টি এবং বিকেএমইএ'র ১২৩টিসহ ৪০০ এর অধিক গার্মেন্টস কারখানা বন্ধ হয়েছে। বন্ধ কারখানার নামের তালিকা সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কারখানাসমূহ বন্ধের পেছনে বেশ কিছু কারণ উল্লেখ করেন বাণিজ্যমন্ত্রী। এর মধ্যে রয়েছে বিশ্বব্যাপী করোনা পরিস্থিতি, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, মধ্য প্রাচ্যে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন যুদ্ধ, আমেরিকা-ইরান যুদ্ধ, আন্তর্জাতিক মন্দা পরিস্থিতি, দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থ পাচারের কারণে ব্যাংকিং সেক্টরে তারল্য সংকট, ইউরোপের সঙ্গে ভারত এবং ভিয়েতনামের FTA চুক্তি এবং বিদেশী ক্রেতার নিজস্ব মনিটরিংয়ের সুবিধার্থে ছোট ও মাঝারি কারখানায় রপ্তানি আদেশ প্রদানে অনাগ্রহ।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ রিহাব)

হামের উপসর্গে আরও ৩ শিশুর প্রাণহানি

দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও তিন শিশু মারা গেছে। এ নিয়ে হাম-সংক্রান্ত রোগে এখন পর্যন্ত মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৮৬ জনে। বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে হাম-সংক্রান্ত পরিস্থিতি নিয়ে এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, বুধবার সকাল ৮টা থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার মধ্যে নিশ্চিত হামে কারও মৃত্যু না হলেও সন্দেহজনক হামে তিনজন মারা গেছে। এ নিয়ে

গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত নিশ্চিত হামে ৯৯ এবং সন্দেহজনক হাম রোগে ৮৮৭ জনের প্রাণ গেছে। এছাড়া, নতুন করে নিশ্চিত হাম শনাক্ত হয়েছে ৮০ জনের। একই সঙ্গে নতুন সন্দেহজনক হামের রোগী শনাক্ত হয়েছে ৯৬৪ জন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ রিহাব)

বিকল্প সড়ক ব্যবহারের অনুরোধ ডিএমপির, মানতে হবে ৯ নির্দেশনা

শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন (শুভ জন্মাষ্টমী) উদযাপন উপলক্ষে আগামীকাল শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) রাজধানীতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হবে। জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রা ঘিরে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির থেকে পুরান ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্ক রুটে চলাচলকারী সব যানবাহনকে বিকল্প সড়ক ব্যবহারের অনুরোধ জানিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। একই সঙ্গে শোভাযাত্রা ঘিরে ৯ দফা নির্দেশনা দিয়েছে ডিএমপি। বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) ডিএমপি কমিশনার মোসলেহ উদ্দিন আহমদের সই করা এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শোভাযাত্রাটি ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির থেকে শুরু হয়ে বাহাদুর শাহ পার্কে গিয়ে শেষ হবে। শোভাযাত্রা চলাকালীন বিকেল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ করা হয়। শোভাযাত্রার রুট জানিয়ে বলা হয়, ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির, পলাশী বাজার, জগন্নাথ হল, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, দোয়েল চত্বর, হাইকোর্ট, বঙ্গবাজার, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন ভবন, গোলাপ শাহ মাজার ও গুলিস্তান মোড় থেকে নবাবপুর রোড, রায় সাহেব বাজার মোড় হয়ে বাহাদুর শাহ পার্ক পর্যন্ত। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ রিহাব)

ডেঙ্গুতে আরও ৪ মৃত্যু, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ২৯৫৪

এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে আরও চারজন মারা গেছেন। এ নিয়ে চলতি বছর মোট ১১১ জনের মৃত্যু হলো। এছাড়া নতুন এক হাজার ২৫২ জন রোগী দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বর্তমানে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দুই হাজার ৯৫৪ জন। বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের ডেঙ্গু-সংক্রান্ত নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায়, মারা যাওয়া চারজনের মধ্যে দুজন পুরুষ ও দুজন নারী। তাদের মধ্যে একজন শিশু এবং বাকিরা প্রাপ্তবয়স্ক। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ রিহাব)

চুরি-লুটপাট বন্ধ করতে সময় লাগার কথা নয়: ক্যাব সভাপতি

দেশের বিদ্যমান গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকট দূর করতে সময় লাগতে পারে, তবে চুরি-লুটপাট বন্ধ করতে সময় লাগার কথা নয় বলে মন্তব্য করেছেন কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) সভাপতি এ এইচ এম সফিকুজ্জামান। তিনি বলেন, বিদ্যুতের দাম গড়ে প্রায় ২০ শতাংশ বাড়লেও সাম্প্রতিক মাসগুলোতে অনেক গ্রাহকের বিল দ্বিগুণের বেশি হয়েছে। অথচ লোডশেডিংয়ের কারণে তারা আগের তুলনায় কম বিদ্যুৎ ব্যবহার করছেন। 'এটা তো লুটপাট। আগে এই অনিয়ম ও চুরি বন্ধ করা দরকার,' বলেন তিনি। বিদ্যুৎ ও গ্যাসের অপ্রাপ্ততা এবং অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকা বাতিলের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ক্যাবের কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ক্যাব সভাপতি এ এইচ এম সফিকুজ্জামান বলেন, এরই মধ্যে ৪০০ মিল-কারখানা বন্ধ, জ্বালানি সংকটে বাড়ছে উৎপাদন ব্যয় ও বেকারত্বের ঝুঁকি। গ্যাস-তেলের দাম, পরিবহনে চাঁদাবাজি ও সিস্টেম লসের কারণে জনদুর্ভোগ বাড়ছে, এসব বন্ধ করতে হবে। আমদানিনির্ভরতা কমিয়ে দেশীয় শিল্প ও জ্বালানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে আত্মনির্ভরতার পথে যেতে হবে। অপরিহার্য ওষুধনীতি বাতিলের কারণ জনগণকে জানাতে হবে এবং ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ রিহাব)

বাংলাদেশ-চীনের সামরিক সহযোগিতা জোরদারে আলোচনা

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে সামরিক ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও জোরদারের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) ঢাকা সেনানিবাসে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এ কে এম শামছুল ইসলামের সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েনের সৌজন্য সাক্ষাৎকালে এ আলোচনা হয়। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। সাক্ষাতে দুই দেশের বিদ্যমান সামরিক ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও বেগবান ও সুদৃঢ় করার বিষয়ে উভয়পক্ষ মতবিনিময় করেন। বিশেষ করে দুই দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের উন্নত পেশাগত প্রশিক্ষণ, সামরিক শিক্ষা বিনিময় এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। আধুনিক সামরিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় ও প্রশিক্ষণ সহযোগিতা বাড়ানোর মাধ্যমে বাংলাদেশ-চীন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও এগিয়ে যাবে বলে বৈঠকে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা দুই দেশের দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক বন্ধুত্ব ও কৌশলগত অংশীদারত্বের কথা তুলে ধরেন। একই সঙ্গে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় চীনের সহযোগিতার কথা স্মরণ করে ভবিষ্যতে এ সহযোগিতা আরও বাড়বে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ রিহাব)

রেডিও টুডে

ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি গড়া কোনো স্লোগান নয়, পরিকল্পনাঃ প্রধানমন্ত্রী

২০৩৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত করার লক্ষ্যকে কোনো স্লোগান নয়, বরং একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন, চলতি দশকে রপ্তানি, বিনিয়োগ ও আর্থিক শৃঙ্খলার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির আকার দ্বিগুণ করতে চায় সরকার। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশে একটি নতুন সরকার এসেছে এবং বাংলাদেশের একটি নতুন দিকনির্দেশনা রয়েছে। আমাদের লক্ষ্য ২০৩৪ সালের মধ্যে ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি গড়া। এটি কোনো স্লোগান নয়, এটি একটি পরিকল্পনা। আমরা এই দশকে রপ্তানি, বিনিয়োগ এবং আর্থিক শৃঙ্খলার মাধ্যমে আমাদের অর্থনীতির আকার দ্বিগুণ করতে চাই।'আজ বৃহস্পতিবার ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেডের (ইআরএল) আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পে ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকের (আইএসডিবি) অর্থায়ন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। চুক্তির অধীনে ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেডের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পে প্রায় ১০০ কোটি মার্কিন ডলার অর্থায়ন করবে ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক। তারেক রহমান বলেন, তাঁর সরকারের লক্ষ্য বাংলাদেশকে একটি উৎপাদনকেন্দ্র এবং এ অঞ্চলের প্রবেশদ্বারে পরিণত করা। তিনি বলেন, 'পোশাকশিল্প আমাদের প্রথম প্রবৃদ্ধির গল্প তৈরি করেছে। এখন আমরা চাই ইলেকট্রনিকস, ওষুধশিল্প, হালকা প্রকৌশল এবং সবুজ শিল্প পরবর্তী প্রবৃদ্ধির গল্প তৈরি করবে। আমরা এমন কারখানা চাই, যেগুলো কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এবং এমন কর্মসংস্থান চাই, যা মানুষের মর্যাদা তৈরি করবে।'সরকারের সামাজিক সুরক্ষা উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ফ্যামিলি কার্ড ও কৃষক কার্ডের মতো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং হেলথ কার্ড প্রবর্তনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সামনে ক্রমেই জটিল হয়ে ওঠা নানা চ্যালেঞ্জের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা ও সংঘাত, বৈশ্বিক সরবরাহব্যবস্থায় বিঘ্ন, জ্বালানি ও খাদ্যনিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রযুক্তিগত রূপান্তর এবং উন্নয়ন অর্থায়নের ব্যয় বৃদ্ধি উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলোর ওপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি করছে। তিনি বলেন, 'কোনো দেশ একা এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারে না। এখন অংশীদারত্ব আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ও আইএসডিবি'র মধ্যে নতুন ধরনের অংশীদারত্ব গড়ে তোলার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ আসাদ)

বেনজীরের অবস্থান জানতে ইন্টারপোলে আবারও চিঠি

সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদকে গত ১২ জুন সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে গ্রেপ্তারের কথা জানায় দেশটির পুলিশ। এর প্রায় চার মাস পার হলেও তাকে দেশে আনা যায়নি। তার বর্তমান অবস্থান জানতে বুধবার আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা ইন্টারপোলকে চিঠি পাঠিয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ। ন্যাশনাল সেন্ট্রাল ব্যুরো থেকে চিঠিটি পাঠানো হয় বলে পুলিশের একাধিক সূত্রে জানা গেছে। ইন্টারপোলের প্রত্যেক সদস্য দেশে তার নিজস্ব কার্যালয় থাকে, যাকে এনসিবি বলা হয়। ইন্টারপোলের সদস্য দেশের নিজস্ব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও ইন্টারপোল মূল কার্যালয়ের মধ্যে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হলো এনসিবি। ঢাকায় এর মূল কার্যালয় পুলিশ সদরদপ্তরে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এ ব্যাপারে জানতে চাইলে পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপি খোন্দকার রফিকুল ইসলাম সমকালকে বলেন, সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদের অবস্থানের ব্যাপারে জানতে এনসিবির মাধ্যমে একটি চিঠি আমরা পাঠিয়েছি। চিঠির জবাব পাওয়ার পর পরবর্তী করণীয় ঠিক করা হবে। কী প্রেক্ষাপটে আবার চিঠি দেওয়া হয়েছে- এই প্রশ্নের জবাবে খোন্দকার রফিকুল ইসলাম বলেন, কেউ কেউ বলছে, সাবেক আইজিপি দুবাই ত্যাগ করেছেন। তাই আমরা বিষয়টি জানতে চেয়েছি। গত জুনে দুবাইয়ে বেনজীর আহমেদ গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে সংসদে ৩০০ বিধিতে বিবৃতি দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, তাকে ফেরত আনতে কূটনৈতিক চ্যানেলে যোগাযোগ করে দ্রুত বাংলাদেশে নিয়ে আসা হবে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ আসাদ)

বদলে যাচ্ছে র‍্যাবের নাম, সংসদে বিল উত্থাপন

র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন র‍্যাব বিলুপ্ত করে পুলিশের অধীনে 'স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন' এসআরবি নামে নতুন একটি বিশেষায়িত ইউনিট গঠনের বিধান রেখে 'স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন এসআরবি আইন, ২০২৬'-এর বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশনের চতুর্থ কার্যদিবসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বিলটি উত্থাপন করেন। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ভারপ্রাপ্ত স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল। বিলটি উত্থাপনের পর তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়। কমিটিকে চার কর্মদিবসের মধ্যে বিলটি যাচাই-বাছাই করে সংসদে প্রতিবেদন দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর আগে বিলটি নিয়ে আপত্তি তোলেন বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান ও বিরোধী দলের চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম। তাঁরা কমিটিকে বিলটি পর্যালোচনার জন্য আরও সময় দেওয়ার দাবি জানান। পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রস্তাব অনুযায়ী চার কর্মদিবসের সময় নির্ধারণ করে সর্বসম্মতিতে বিলটি স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়। প্রস্তাবিত আইনে বলা

হয়েছে, দেশের জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা, সন্ত্রাসবাদ ও সংঘবদ্ধ অপরাধ দমন এবং পুলিশ বাহিনীকে সহায়তা দেওয়ার জন্য আধুনিক, পেশাদার, দক্ষ ও জবাবদিহিমূলক একটি বিশেষায়িত ইউনিট গঠন করা প্রয়োজন। এ ছাড়া বাহিনীর ক্ষমতা প্রয়োগে স্বচ্ছতা, কার্যকর তদারকি এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার বিষয়েও বিলে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিলের ১ ধারায় বলা হয়েছে, এই আইন 'স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন এসআরবি আইন, ২০২৬' নামে অভিহিত হবে। পুলিশের আওতায় বিশেষায়িত ইউনিট বিলের ৪ ধারায় বলা হয়েছে, 'পুলিশ বাহিনীর আওতাধীন স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন এসআরবি নামে একটি বিশেষায়িত ইউনিট থাকবে।' সরকার প্রয়োজনের নিরিখে পুলিশ বাহিনী, শৃঙ্খলা বাহিনী এবং নির্ধারিত সংখ্যক কর্মকর্তা, আর্মড পার্সোনেল বা কর্মচারী পদায়ন বা প্রেষণে নিয়োগের মাধ্যমে এই ইউনিট গঠন করবে। ইউনিটের সদর দপ্তর থাকবে ঢাকায়।এসআরবি'র একজন মহাপরিচালক থাকবেন। তিনি বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত অন্যূন অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। মহাপরিচালক ইউনিটের প্রশাসনিক, আর্থিক ও অপারেশনাল ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ আসাদ)

কলকাতা ভ্রমণে বাংলাদেশিদের জন্য বিশেষ নির্দেশনা

ভারতের কলকাতায় সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের পর শহরটিতে ভ্রমণরত বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছে কলকাতায় অবস্থিত বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন। চিকিৎসা বা অন্যান্য প্রয়োজনে কলকাতা ভ্রমণের ক্ষেত্রে আগেই হোটেল বুকিং নিশ্চিত করাসহ কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।বৃহস্পতিবার উপ-হাইকমিশনের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গত ১৯ আগস্ট কলকাতায় সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডের পর স্থানীয় প্রশাসন বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ থেকে কলকাতায় ভ্রমণকারী নাগরিকদের অনভিপ্রেত পরিস্থিতি এড়াতে এসব নির্দেশনা অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। নির্দেশনায় কলকাতায় যাওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট হোটেলের বুকিং নিশ্চিত করার পাশাপাশি হোটেলটির বর্তমান কার্যক্রম, কক্ষের প্রাপ্যতা ও অবস্থান সম্পর্কে যথাযথভাবে জেনে ভ্রমণ করতে বলা হয়েছে।চিকিৎসার উদ্দেশ্যে কলকাতায় যাওয়া রোগীর সফরসঙ্গীদেরও (অ্যাটেনডেন্ট) যাওয়ার আগে হোটেল বুকিং নিশ্চিত করতে হবে বলে জানিয়েছে উপ-হাইকমিশন। একই সঙ্গে হোটেলের কক্ষের প্রাপ্যতা, বুকিংয়ের বৈধতা, হোটেল থেকে হাসপাতালের দূরত্ব ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে আগেই নিশ্চিত হতে বলা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, কলকাতায় সাম্প্রতিক মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডের পর ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে স্থানীয় প্রশাসন দুর্ঘটনাপ্রবণ আবাসিক হোটেল ও রেস্তোরাঁ সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করেছে। স্থানীয় নিরাপত্তাবিধি ও অন্যান্য নিয়মকানুন মেনে এসব প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালু হতে এক মাসের বেশি সময় লাগতে পারে বলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে কলকাতায় গিয়ে আবাসনসংকটে পড়া এড়াতে অগ্রিম হোটেল বুকিং নিশ্চিত না করে, ভ্রমণ না করার জন্য বাংলাদেশি নাগরিকদের বিশেষভাবে অনুরোধ করেছে উপ-হাইকমিশন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ আসাদ)

শীঘ্রই মালয়েশিয়াতে কর্মী পাঠানোর পথ সুগম হবেঃ আরিফুল হক চৌধুরী

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার পুনরায় উন্মুক্ত করতে সরকার কাজ করছে এবং খুব শিগগিরই দেশটিতে কর্মী পাঠানোর পথ সুগম হবে। বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে সরকারি দলের সংসদ সদস্য মো. মোস্তাফিজুর রহমান বাবুলের লিখিত প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।মন্ত্রী বলেন, মালয়েশিয়া বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য অন্যতম প্রধান শ্রমবাজার। ২০২৪ সালের ৩১ মে থেকে দেশটির শ্রমবাজারে নতুন বাংলাদেশি কর্মী প্রবেশ বন্ধ রয়েছে। মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার পুনরায় উন্মুক্ত করতে সরকার দ্বিপক্ষীয় ও কূটনৈতিক উদ্যোগ নিয়েছে। এর অংশ হিসেবে গত ২৪ জুন ২০২৬ মালয়েশিয়ার মানবসম্পদমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে শ্রমবাজার পুনরায় চালুর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে ডেমি-অফিশিয়াল চিঠি পাঠানো হয়েছে। মন্ত্রী জানান, বাংলাদেশি কর্মীদের মালয়েশিয়ায় পাঠানোর বিষয়ে দেশটির উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, 'খুব শিগগিরই বাংলাদেশি কর্মীদের মালয়েশিয়ায় পাঠানোর পথ সুগম হবে বলে আশা করা হচ্ছে।' আরিফুল হক বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তিনি জানান—বর্তমানে সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, সিঙ্গাপুর, পর্তুগাল, সেশেলস, সার্বিয়া, ফিজি, রোমানিয়া, উত্তর মেসিডোনিয়া, মরিশাস, ইতালিসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ থেকে কর্মী পাঠানো হচ্ছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ আসাদ)

সরকারের ব্যর্থতায় রাজপথে জামায়াত জোটের কর্মসূচিঃ শফিকুর রহমান

সরকারের ব্যর্থতায় জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১-দলীয় ঐক্য কর্মসূচি দিতে বাধ্য হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান। আগামীকাল শনিবারের ঢাকা-চট্টগ্রাম লংমার্চ সফলের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, জনগণের কল্যাণ ও জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনা বাস্তবায়নে ১১ দল লংমার্চের মতো কর্মসূচি দিয়েছে। সৌদি আরবে কিং আজিজ কোরান প্রতিযোগিতায় জয়ী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনায় শেষে এসব কথা বলেছেন জামায়াত আমির। আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর মিন্টো রোডে বিরোধীদলীয় নেতার বাসভবনে এই সংবর্ধনা দেওয়া হয়। কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকারের আন্তরিকতার অভাব রয়েছে বলেও অভিযোগ করেন শফিকুর রহমান। তিনি বলেন,

কওমি শিক্ষার উন্নয়ন ও শিক্ষার্থীদের স্বার্থে সরকারকে আরও কার্যকর ও আন্তরিক উদ্যোগ নিতে হবে। তিনি সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, কোরানের হাফেজদের এ অর্জন যেন কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে জাতীয় গৌরব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, সে বিষয়ে গণমাধ্যমের সহযোগিতা প্রয়োজন।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ আসাদ)

কেউ যেন সম্প্রীতির পরিবেশ নষ্ট করতে না পারে, সজাগ থাকার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, 'সমাজে শৃঙ্খলা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে আমাদের সবাইকে সচেতন ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।' কেউ যেন সম্প্রীতির এই পরিবেশ নষ্ট করতে না পারে, সেদিকে সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিশেষ দিন শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আজ বৃহস্পতিবার দেওয়া এক বাণীতে এ আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।বাংলাদেশসহ বিশ্বের সব হিন্দু ধর্মাবলম্বী ভাই-বোনের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেছেন তিনি। বাণীর শুরুতে তিনি এই বিশেষ দিনে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের সব হিন্দু তথা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শুভেচ্ছা জানান। বাণীতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সনাতন ধর্মীয় শাস্ত্রমতে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে জন্ম নিয়েছেন অবতার শ্রীকৃষ্ণ। হিন্দু ধর্মমতে অবতার শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় এমন এক সময় জন্মগ্রহণ করেন, যখন অত্যাচারী কংস সেখানে শাসন করছিল। পরবর্তীতে শ্রীকৃষ্ণের হাতে কংসের অত্যাচারী শাসনের অবসান ঘটে। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালনই ছিল শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম ব্রত।' শ্রীকৃষ্ণ তার জীবন ও কর্মের মাধ্যমে সমাজে ন্যায়, সাম্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় মানবপ্রেম ও ন্যায়ের আদর্শ তুলে ধরেছেন। সৃষ্টিকর্তার প্রতি ভক্তি, মানবকল্যাণ ও শান্তির যে দর্শন শ্রীকৃষ্ণ প্রচার করেছেন, তা সনাতন ধর্মাবলম্বীসহ সব মানুষের জন্য আজও গভীরভাবে প্রেরণাদায়ী। একটি রাষ্ট্র ও সমাজে বিভিন্ন ধর্ম ও মতের মানুষের সম্মিলন থাকে। বাংলাদেশেও যুগ যুগ ধরে মানুষ পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সৌহার্দ্য বজায় রেখে নিজ নিজ ধর্ম পালন করে আসছে। এই সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রাখা নাগরিক হিসেবে আমাদের সবার দায়িত্ব বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'সমাজে শৃঙ্খলা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে আমাদের সবাইকে সচেতন ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। কেউ যেন সম্প্রীতির এই পরিবেশ নষ্ট করতে না পারে, সেদিকে সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানাই।' বাণীতে বলা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ ও শিক্ষা পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে আরো দৃঢ় করবে। আসুন, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও পারস্পরিক শ্রদ্ধায় সমৃদ্ধ একটি জনকল্যাণমূলক বাংলাদেশ গড়ে তুলি। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ আসাদ)

নতুন দায়িত্ব পেলেন এ্যানি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে ২৫ জন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনের লক্ষ্যে গ্র্যাজুয়েটদের তালিকাভুক্তকরণ এবং জাতীয়তাবাদী ঐক্য পরিষদের নির্বাচন পর্যালোচনায় ৮ সদস্যের একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করেছে বিএনপি। এই কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে বিএনপি নেতা ও সংসদ সদস্য মো. শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানিকে। বিএনপির সহ-দপ্তর সম্পাদক মুহাম্মদ মুনির হোসেন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনকে সামনে রেখে গ্র্যাজুয়েটদের তালিকাভুক্তকরণ এবং জাতীয়তাবাদী ঐক্য পরিষদের নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য এই সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে।
কমিটিতে এ্যানিকে আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দায়িত্বে যারা আছেন দেখে নিন..

১. মো. শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি, এমপি আহবায়ক
২. অধ্যাপক ড. মোঃ মোর্শেদ হাসান খান, সিন্ডিকেট সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সদস্য সচিব
৩. ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন আহমেদ অসীম, সদস্য
৪. অধ্যাপক ড. আব্দুস সালাম, প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সদস্য
৫. অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সদস্য
৬. অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান, প্রো-উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সদস্য
৭. অধ্যাপক ড. আবুল কালাম সরকার, ডিন, কলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সদস্য
৮. মো. আবদুস সাত্তার পাটোয়ারী সদস্য

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ আসাদ)

রাজধানীর জিরো পয়েন্ট থেকে সদরঘাট পর্যন্ত রাস্তায় কোনো হকার বসতে পারবে না'

রাজধানীর জিরো পয়েন্ট থেকে সদরঘাট পর্যন্ত রাস্তায় কোনো হকার বসতে দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক মো. আব্দুস সালাম। বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর শিক্ষা ভবন থেকে দৈনিক বাংলা মোড় পর্যন্ত মেট্রোরেলের মিডিয়ানে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করে তিনি এ কথা বলেন। সময় থাকতেই হকারদের স্বেচ্ছায় সরে যাওয়ার আহ্বান জানান। তবে মতিঝিলে অফিস সময়ের পর নাইট মার্কেট চালুর পরিকল্পনা কথা জানান প্রশাসক। প্রশাসক বলেন, মতিঝিলে অফিস সময়ের পর বিকেল চারটার পর থেকে নাইট মার্কেট চালু করা হবে। হকাররা সেখানে বসবেন। সপ্তাহে সাতদিন তাদেরকে সব জাগয়ায় বসতে দিত পারবো না। এটা তাদেরকেও মানতে হবে। নিয়মের অনুযায়ী, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অনুযায়ী তাদের বসতে হবে।প্রধানমন্ত্রীর পরিবেশ সুরক্ষা

পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি চলমান আছে উল্লেখ করে আব্দুস সালাম বলেন, পর্যায়ক্রমে নগরের সব ফ্লাইওভারের নিচে গাছ লাগানো হবে। পাশাপাশি নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলার জন্য ব্যবসায়ী ও অফিস কর্মকর্তাদের সতর্ক করেন তিনি। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ আসাদ)

সংখ্যালঘু'কিংবা 'সংখ্যাগুরু'নয়, আসুন সবাই নিজেদেরকে বাংলাদেশী ভাবি: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সমাজ বিরোধী অপশক্তি আর যাতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে এবং বিরাজমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কেউ যাতে বিনষ্ট করতে না পারে, সেজন্য দেশবাসীকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সনাতন ধর্মাবলম্বী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় এবং পুরোহিত ও সেবাইতগণের সম্মানী প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে আবহমানকাল থেকে দল-মত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষ পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বজায় রেখে নিজ নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতি পালন করে আসছে। তবে সময়ে সময়ে 'কংস'চরিত্রের মানুষেরা রাষ্ট্র ও সমাজে বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টা চালিয়েছে। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশেও গণতন্ত্রকামী জনগণের সকল অধিকার কেড়ে নিয়ে 'কংসের' মত এক নিষ্ঠুর শাসক জনগণের কাঁধে চেপে বসেছিল। দীর্ঘ দেড় দশকের বেশি সময় পর দলমত, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে দেশের গণতন্ত্রকামী জনগণ হাজারো প্রাণের বিনিময়ে কংসরূপী সেই ফ্যাসিস্টদের পতন ঘটিয়েছে। বাংলাদেশে আবারো গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়েছে। ভঙ্গুর অর্থনীতি, বিভাজিত প্রশাসন,আর অবনতিশীল আইনশৃঙ্খলার উন্নতি ঘটিয়ে এবার দেশ পুনর্গঠনের পালা।'একটি রাষ্ট্র এবং সমাজে বিভিন্ন ধর্ম ও মতের মানুষের সম্মিলন থাকে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এটিই বৈচিত্র্যময় সমাজের সৌন্দর্য। আজকের এই অনুষ্ঠানে যারা 'সংখ্যালঘু'কিংবা 'সংখ্যাগুরু'হিসেবে বিবেচিত, ইউরোপ কিংবা আমেরিকা সফরে গেলে আমরা সবাই কিন্তু কথিত 'সংখ্যা লঘু'। সুতরাং, বর্তমান গ্লোবাল ভিলেজে 'সংখ্যালঘু' কিংবা 'সংখ্যাগুরু' এসব পরিচয় কোনো মুখ্য বিষয় নয়। ' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সংখ্যালঘু' কিংবা 'সংখ্যাগুরু' নয়, আসুন সবাই নিজেদেরকে বাংলাদেশী ভাবি। রাষ্ট্র এবং সমাজে দল, মত, ধর্ম, বর্ণ, পরিচয় যেন মানুষের মধ্যে বিভেদ বৈষম্য সৃষ্টির কারণ না হয়, সেই উপলব্ধি থেকেই দেশের সকল নাগরিককে ঐক্যবদ্ধ রাখতে স্বাধীনতার ঘোষকের যুগান্তকারী রাজনৈতিক দর্শন 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ'। তিনি বলেন, আমাদের সকল নাগরিকের গর্বিত পরিচয় 'আমরা বাংলাদেশী'। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬)

ন্যায়বিচার, সমতা ও মানবাধিকারই টেকসই শান্তির সংস্কৃতি গড়ার ভিত্তি : আইরিন খান

জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত আইরিন জুবাইদা খান বলেছেন, সমাজে ন্যায়বিচার, সমতা, মানবাধিকার ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলেই কেবল টেকসই শান্তির সংস্কৃতি গড়ে তোলা সম্ভব। একইসঙ্গে শান্তি বিনির্মাণে নারী নেতৃত্ব এগিয়ে নিতে বৈশ্বিক প্রচেষ্টা আরও জোরদারের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। গতকাল বুধবার নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত 'শান্তির সংস্কৃতিবিষয়ক কর্মসূচির উচ্চপর্যায়ের ফোরাম'-এ বক্তব্য প্রদানকালে তিনি এ কথা বলেন। এ সময়, তিনি নারী নেতৃত্ব জোরদারে তিনটি অগ্রাধিকারের কথা তুলে ধরেন। তিনি শান্তি প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে নারীর পূর্ণ, সমান ও অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, কিশোরী ও তরুণ নারীদের নেতৃত্ব বিকাশে, বিশেষ করে ডিজিটাল প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার ও ডিজিটাল সাক্ষরতা বাড়াতে বিনিয়োগ এবং সংঘাত প্রতিরোধ, মানবিক সহায়তা, কমিউনিটির সহনশীলতা, সামাজিক সংহতি ও শান্তি বিনির্মাণে নারী-নেতৃত্বাধীন সংগঠনগুলোকে টেকসই ও লক্ষ্যভিত্তিক সহায়তা দেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। আইরিন খান বলেন, 'নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা' এজেন্ডা থাকা সত্ত্বেও শান্তি প্রক্রিয়ায় নারীর প্রতিনিধিত্ব এখনো পর্যাপ্ত নয়। এমনকি তাঁদের জীবন ও ভবিষ্যৎ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণেও নারীরা প্রায়ই উপেক্ষিত থাকেন। তিনি শান্তির সংস্কৃতি গড়ে তুলতে নারীর নেতৃত্ব জোরদারে বাংলাদেশের দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। এ সময় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশি নারী শান্তিরক্ষীদের অবদানের পাশাপাশি তৃণমূলসহ দেশের নাগরিক সমাজে মানবাধিকার ও টেকসই উন্নয়ন এগিয়ে নিতে নারী নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও তুলে ধরেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ আসাদ)

নেপাল থেকে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ

নেপালে ভোতেকোশি নদীতে ভয়াবহ আকস্মিক বন্যায় একাধিক জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ভারতীয় সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে বাংলাদেশে নেপালের বিদ্যুৎ সরবরাহ কার্যত পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। বুধবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানায় সংবাদমাধ্যম কাঠমান্ডু পোস্ট। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ২৬ আগস্টের বন্যায় বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য অনুমোদিত দুটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এগুলো হলো ২২ দশমিক ১ মেগাওয়াটের চিলিমে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ও ২৪ মেগাওয়াটের ত্রিশূলী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। বন্যার পর থেকেই দুটি প্রকল্পে বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। নেপালের বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক দীর্ঘায়ু কুমার শ্রেষ্ঠ বলেন, বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী দুটি প্রকল্পই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই বিকল্প একটি প্রকল্প থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহের অনুমতির জন্য ভারতের কাছে আবেদন করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ রপ্তানি কার্যত শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে।

সাধারণত বর্ষাকালে নেপালের নদীগুলোতে পানির প্রবাহ বাড়ায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদনও বেড়ে যায়। গত কয়েক বছরে বর্ষা মৌসুমে দেশটি গড়ে প্রায় ১ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ রপ্তানি করেছে। এর ওপর নির্ভর করে নেপাল নিজেদের একটি আঞ্চলিক বিদ্যুৎ রপ্তানিকারক দেশ হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছিল। তবে এবারের বন্যায় উৎপাদন কমে প্রায় ৬৫০ মেগাওয়াটে নেমে এসেছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ আসাদ)

ঢাকেশ্বরী মন্দিরের জমি দখল করেছিল আওয়ামী লীগ: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ঢাকেশ্বরী মন্দিরের জমি কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ দখল করেছিল বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেছেন, ১৯৯৬ সালে ভূমি মন্ত্রণালয়সংশ্লিষ্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য ছিলাম আমিও। তখন আমরা ভিজিট করেছিলাম। তখন দেখা গেল, আড়াই একর সম্পত্তি সরকারের হাতে রয়েছে। বাকি সম্পত্তি আওয়ামী লীগের দখলে ছিল।বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানান, যে আড়াই একর পাওয়া গিয়েছিল সেটা ছিল শশ্মান। তা না হলে তাও দখল হয়ে যেত। এখন তা ফেরত কার কাছ থেকে নেওয়া হবে? দশ-বারো হাত বদল হয়ে গেছে। এটাই হচ্ছে বাস্তবতা। সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, এখানে সবাই বলেছেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। কেউ বলেননি, ধর্মীয় সংখ্যালঘু। কেননা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। আমাদের সংবিধান তাই স্বীকার করে। এখানে কেউ সংখ্যাগুরু নয়, কেউ সংখ্যালঘু নয়। আমরা সবাই নাগরিক, সবাই সিটিজেন। বর্তমান সরকারের সময়ে কেউ গুমের শিকার হয়নি জানিয়ে মন্ত্রী আরও বলেন, কেউ বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হননি, রাজনৈতিক নির্যাতনের শিকার হননি। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে, চর্চা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সবার সহযোগিতা চাই।' তিনি বলেন, এখানে ধর্মীয় পরিচয়ে কাউকে কোনো বিষয়ে কখনো বঞ্চিত করা হবে না। আমরা সবাই নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশে সাংবিধানিক অধিকারকে নিশ্চিত করব। সেটাই আমাদের প্রতিশ্রুতি প্রতিজ্ঞা। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৩.০৯.২০২৬ আসাদ)

BBC

UN WARNS OF 'SUPERSIZED' EL NINO AS COUNTRIES PREPARE FOR IMPACT

The world has entered a "danger zone of extreme weather" as the impacts of El Nino start to be felt globally, UN head Antonio Guterres has warned. The World Meteorological Organization (WMO) has released the latest data on the natural weather phenomenon showing it could be the strongest for more than 70 years and last until at least February 2027. El Nino changes weather patterns around the world, pushing some regions into drought whilst others experience stronger typhoons and flooding. Forecasters also say El Nino will boost temperatures in some places, coming on top of rising heat globally from human-induced climate change. "El Nino is being supersized before our eyes. The science leaves no room for doubt: the planet is in uncharted waters, and those waters are heating up," Guterres said. (BBC News Web Page: 03/09/26, FARUK)

EMBATTLED SPANISH PM SANCHEZ INSISTS NO PRIOR WARNINGS BEFORE CEUTA CRISIS

Spanish Prime Minister Pedro Sanchez has said no-one foresaw the influx of 72,000 migrants in the exclave of Ceuta, as pressure mounts over his handling of the crisis. "It's absurd to think that the government knew and did not nothing," Sanchez told Spain's parliament on Thursday, hours after tens of thousands of people joined protests across the country backed by opposition parties. Sanchez also maintained there was no evidence Morocco was behind the mass crossing and there had been "close co-ordination" between the two countries. A Spanish police report has highlighted the "total permissiveness" of Moroccan security forces, although senior officials insist it does not point the finger at Rabat. Although most of the migrants have been sent back to Morocco, some 5,000 remain on the streets and beaches of Ceuta, on the North African coast, including as many as 1,400 children. There have been several reports that Spanish officials had been warned of a rise in sea arrivals over the border at Ceuta, following a Spanish court ruling that many migrants misunderstood to mean they would not be pushed back if they swam across.
(BBC News Web Page: 03/09/26, FARUK)

MORE THAN 80 MIGRANTS FEARED DEAD AFTER BOAT RESCUED OFF CANARY ISLANDS

More than 80 people, including a baby, are feared to have died in a boat which was adrift in the Atlantic Ocean for 27 days. Spanish Maritime Rescue teams located the vessel some 65 nautical miles southwest of Gran Canaria's coastal town of Arguineguin on Wednesday and found 44 survivors, with five dead bodies also on board. The boat is believed to have departed The Gambia in West Africa in early August with 127 occupants on board. Human

rights activist Helena Maleno Garzon, founder of Spanish charity Caminando Fronteras, said 83 people had lost their lives. Rescuers were forced to leave the five bodies they found due to the rough sea conditions, Maritime Rescue said. The organization was unable to verify how many people were originally on board. The 44 survivors are men from sub-Saharan Africa, Maritime Rescue said in a statement. (BBC News Web Page: 03/09/26, FARUK)

CHANNEL SMUGGLING GANGS RESORT 'MEGA-DINGHIES' AS CRACKDOWN LIMITS SMALL BOAT SUPPLY

A drop in small boats illegally reaching the UK is forcing people smuggling gangs to adopt new tactics, a BBC investigation has found. And there are claims of more "mega-dinghies" being prepared, of the type seen arriving on UK shores in recent weeks. The image of a 15-metre-long small boat carrying a record 230 migrants towards the UK drew condemnation from both newspapers and politicians. Ministers were accused of "losing control" of illegal Channel crossings, and the French police again found themselves criticized for not intervening. The UK and France are announcing measures to increase the number of police officers on the French coast in order to try to stop the migrants. The latest initiative comes as Andy Burnham prepares to host French President Emmanuel Macron at Downing Street for the first time since becoming prime minister. (BBC News Web Page: 03/09/26, FARUK)

TRUMP $1 COIN MAKES HIM FIRST LIVING PRESIDENT ON US CURRENCY IN A CENTURY

Donald Trump's portrait has made its way on to a US coin - the latest move by the president to put his personal stamp on American institutions. On Wednesday, the US Mint launched the $1 coin with a portrait of Trump alongside the words "LIBERTY" and "IN GOD WE TRUST", to celebrating America's 250th anniversary. The Mint said the coins were not being put into circulation, but they may be used as legal tender. Federal law prohibits a living president from appearing on US currency, but a design clause in legislation for the anniversary was used to overcome the ban. The coins - priced at $61 for a roll of 25 and $154.50 for a bag of 100 - were "not currently in stock" on the mint's website within hours of going on sale. They were also being sold in vending machines at the US Mint store in Washington DC. (BBC News Web Page: 03/09/26, FARUK)

IRANIAN ATTACK ON SAUDI TANKER KILLED TWO FILIPINO SAILORS: SAUDI ARABIA

Saudi Arabia has condemned what it said was an Iranian attack on a Saudi-owned supertanker on Monday night that killed two Filipino sailors. The Saudi national shipping company, Bahri, confirmed on Wednesday that its vessel Sidr was "involved in a security incident while transiting the Strait of Hormuz". Sidr was hit by projectiles north of Oman's Musandam Peninsula, according to maritime security firms. A South Korean-owned supertanker, Senegal Prosperity, was reportedly struck east of Musandam around the same time. Iran has not responded to the Saudi allegation. But it said earlier that two tankers had caught fire after hitting mines while using an unauthorized route through the strait. The news of the sailors' deaths came after the US military carried out a wave of air strikes on Iran and Iranian forces targeted US bases in neighbouring Arab States with missiles and drones in their biggest exchange of fire since July. (BBC News Web Page: 03/09/26, FARUK)

ANDY BURNHAM PRAISES UK-EU TIES IN MEETING WITH EMMANUEL MACRON

Prime Minister Andy Burnham has praised the UK-EU relationship as he holds talks with French President Emmanuel Macron about issues such as small boat crossings in the English Channel and defence. The pair shook hands and posed for photographs alongside their wives outside 10 Downing Street on Thursday morning. They are discussing "shared challenges" including the rise of "mega dinghies" crossing the Channel illegally, which the Conservatives say shows the UK government has failed to "smash the gangs". Burnham said it was "so fitting" that Macron was his first overseas visitor in Downing Street since becoming PM in July, describing him as "our nearest neighbour and close friend Emmanuel". In bilateral talks on Thursday, Burnham and Macron are discussing not just small boats but also the conflicts in Ukraine and the Middle East, as well as defence and EU co-operation. (BBC News Web Page: 03/09/26, FARUK)

KENYAN PRESIDENT ORDERS CRACKDOWN ON FOREIGNERS OPERATING SMALL BUSINESSES

Kenya's President William Ruto has ordered a crackdown on foreigners operating small-scale businesses, sayings local traders and hawkers need to be protected. His announcement comes amid growing debate about the increasing number of African migrants involved in Kenya's vast informal economy. "From next week, all foreign traders doing those small businesses should close them," he said, also promising to fast-track proposed legislation to preclude foreigners from certain areas of trade. Ruto said Kenya remained open to foreign investment, but argued that imvestors - including Chinese traders - should create jobs and expand production rather than complete with Kenyans in small businesses.
(BBC News Web Page: 03/09/26, FARUK)

INDIA'S GDP GROWTH DEFIES OIL SHOCK BUT STIRS UP CONTROVERSY

"Doomsayers were doomed and India bloomed... Yet again," wrote Indian Prime Minister Narendra Modi on X, reacting to smart first quarter GDP data that came out earlier this week, widely beating forecasts, but also sparking a major controversy over its credibility. On the face of it, the 7.8% number was a shot in the arm for the prime minister who's recently faced scathing student anger over his government's handling of exam paper leaks and rising youth unemployment. While those longstanding concerns have not gone anywhere, the better-than-expected growth print suggests that his government may have deftly weathered the Middle East oil shock despite heavy dependencies on imported crude. According to Sajjid Chinoy, chief India economist at JP Morgan, India's "cyclical growth recovery" had been visible for the past six months, driven by a huge fiscal stimulus, including direct tax cuts in February last year, a reduction of consumption taxes in September and interest rates which have come off by about 1.5% since early 2025.
(BBC News Web Page: 03/09/26, FARUK)

::--::THE END::--::